হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং- ৪৭/২০২৪

ইশরাত রফিক ওরফে ঈশিতা

----সাজাপ্রাপ্ত-আসামী-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য

----প্রতিপক্ষদ্বয়।

এ্যাডভোকেট শেখ কানিজ ফাতেমা সংগে

এ্যাডভোকেট মোঃ নাজমুল ইসলাম

----সাজাপ্রাপ্ত-আসামী-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ গিয়াসউদ্দিন আহম্মেদ, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকারী এ্যাটনী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

----১নং প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানীর তারিখঃ ১২.০৩.২০২৪, ১৪.০৩.২০২৪, ১৯.০৩.২০২৪, ২০.০৩.২০২৪ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ২৯.০৫.২০২৪।

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামালঃ

সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী ইশরাত রফিক ওরফে ঈশিতা কর্তৃক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর ধারা ৮৪ মোতাবেক আপীল দাখিলের প্রেক্ষিতে অত্র বিভাগ হতে বিগত ইংরেজী ১৮.০১.২০২৪ তারিখে আপীলটি গৃহীত হয়।

আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট শেখ কানিজ ফাতেমা বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে, রাষ্ট্রপক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্ণী জেনারেল এ্যাডভোকেট মোঃ গিয়াস উদ্দিন আহম্মেদ বিস্তারিত ভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র আপীল মেমোর দরখাস্ত এবং সকল সংযুক্তি বিস্তারিত ভাবে পর্যালোচনা করা হলো। আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট শেখ কানিজ ফাতেমা এবং রাষ্ট্রপক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্ণী জেনারেল এ্যাডভোকেট মোঃ গিয়াস উদ্দিন আহম্মেদ এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হলো।

অত্র আপীলটি নিস্পত্তির লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিধায় প্রাথমিক তথ্য বিবরণী, জব্দতালিকাদ্বয়, অভিযোগ এবং এবং ফরেনসিক

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

ল্যাবরেটরী প্রতিবেদন নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

প্রাথমিক তথ্য বিবরণী

(নিয়ন্ত্রণ নং- ২৪৩)

থানায় পেশকৃত ফৌজদারী বিধান কোষের ১৫৪ নং ধারায় ধর্তব্য অপরাধ সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য।

উপজেলা- শাহআলী, জেলা- ডিএমপি, ঢাকা।

নং-০৫/২২০, ঘটনার তারিখ ও সময়ঃ ০১ আগস্ট ২০২১ খ্রিঃ, সময় ০৯.৩৫ ঘটিকা।

পেশ করার তারিখ ও সময়ঃ-

০২ আগস্ট ২০২১ ১৯.১৫ ঘটিকা।

ঘটনার স্থান, থানা হইতে দুরত্ব ও দিক এবং দায়িত্বাধীন এলাকা নংঃ-

শাহআলী থানাধীন মিরপুর-১ গোল চত্তরের উত্তর পার্শ্বে মুক্ত বাংলা মার্কেট এর (দক্ষিন পার্শ্বে), সামনে ফুটওভার ব্রীজের নিচে পাকা রাস্তার উপর। ওয়ার্ড নং-০৮, শাহ্আলী, ঢাকা, ০১ কিঃ মিঃ দক্ষিন দিক, বিট নং-২।

থানা হইতে প্রেরণের তারিখঃ-

০৩ আগস্ট ২০২১

সংবাদদাতা এবং অভিযোগকারীর নাম ও বাসস্থান/ ঠিকানাঃ-

ডিএডি মোঃ আমির আলী, পুলিশ পরিদর্শক (সঃ) এনআইডি নং-১৯৬৭৯৩১২৮৭৭১৪২৯২৫, বিপি-৬৭৮৫০৪৩১৩৭, মোবাঃ নং-০১৭৪৩-৭৯৮৪৫৩, র‍্যাব-০৪, পাইকপাড়া, মিরপুর-০১, ঢাকা।

আসামীর নাম ও বাসস্থান/ ঠিকানাঃ-

১। ইশরাত রফিক @ ঈশিতা (৩৩), পিতা-খন্দকার রফিকুল ইসলাম, মাতা- হেলেনা খাতুন, সাং-৪৮১, ২/এ, ৪র্থ তলা, ফ্লযাট ৫/বি, উত্তর ইব্রাহিমপুর, মজুমদার গ্রীন গার্ডেন, থানা- কাফরুল, ডিএমপি ঢাকা।

২। মোঃ শহিদুল ইসলাম @ দিনার (২৮), পিতা-মোঃ হুমায়ন কবির, মাতা- সুফিয়া খাতুন, সাং-শাইনপুকুর, থানা- দোহার, জেলা-ঢাকা, এ/পি- এ-২৬/২ পূর্ব রাজাশন, থানা- সাভার মডেল, জেলা-ঢাকা।

ধারাসহ অপরাধ এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ-

২০১৮ সনের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৩/২৪/৩৫ ধারা।

পরস্পর যোগসাজশে ডিজিটাল ডিভাইজ ও ডিজিটাল সিষ্টেমের মাধ্যমে ভূয়া সনদপত্র, পদক ও অনুরূপ সরঞ্জামাদি ডকুমেন্ট তৈরী, গ্রহন, ব্যবহার, উপস্থাপন ও প্রচারের মাধ্যমে প্রতারনা করার অপরাধ।

তদন্ত চালনার কর্ম তৎপরতা এবং বিলম্বে তথ্য রেকর্ড করার কৈফিয়তঃ- মামলার ফলাফল বাদীর কম্পিউটার টাইপকৃত এজাহার থানায় প্রাপ্ত হইয়া এজাহার কলাম পূরণ পূর্বক অত্র মামলা রুজু করিলাম। খতিয়ানে নোট করিলাম। বিলম্বের কারণ এজাহার গর্ভে উল্লেখ আছে।

বাদীর লিখিত/কম্পিউটার টাইপকৃত এজাহার থানায় প্রাপ্ত হইয়া মূল এজাহার হিসাবে গণ্য করিয়া অত্র সহিত সংযুক্ত করা হইল।

সাব-ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) মোঃ মাসুদ রানা ফরাজী, বিপি-৮২০২০৭৮০৪৫ মোবাইল ০১৭২০৯৩০৬৬২) মামলাটি তদন্ত করিবেন।

স্বা/-অস্পষ্ট
তাং-২/৮/২১
(আবুল বাসার মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান)
বিপি-৭৭০৬১০৮০৭৬ ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র)
অফিসার ইনচার্জ, শাহআলী থানা,
ডিএমপি, ঢাকা ।

বরাবর,
অফিসার-ইনচার্জ,
শাহআলী থানা,
ডিএমপি, ঢাকা।

বিষয় : এজাহার।

জনাব

নিবেদন এই যে, আমি ডিএডি খন্দকার মোঃ আমির আলী, পুলিশ পরিদর্শক (সঃ), এনআইডি নং-১৯৬৭৯৩১২৮৭৭১৪২৯২৫, (বিপি নং-৬৭৮৫০৪৩১৩৭), মোবাঃ-০১৭৪৩-৭৯৮৪৫৩, আপনার থানায় হাজির হইয়া হাজতী আসামী ১। ইশরাত রফিক @ ঈশিতা (৩৩) পিতা-খন্দকার রফিকুল ইসলাম,মাতা-হেলেনা খাতুন,সাং-৪৮১,২/এ, ৪র্থ তলা, ফ্লযাট ৫/বি, উত্তর ইব্রাহিমপুর, মজুমদার গ্রীন গার্ডেন, থানা- কাফরুল, ডিএমপি-ঢাকা ২। মোঃ শহিদুল ইসলাম @ দিনার (২৮), পিতা-মোঃ হুমায়ন কবির, মাতা- সুফিয়া খাতুন, সাং-শাইনপুকুর, থানা- দোহার,জেলা-ঢাকা এ/পি-এ-২৬/২পূর্ব রাজাশন, থানা-সাভার মডেল, জেলা-ঢাকা দ্বয়ের বিরুদ্ধে এই মর্মে এজাহার দায়ের করিতেছি যে,গত ইং- ০১/০৮/২০২১ তারিখ র‍্যাব-৪, পাইকপাড়া, মিরপুর-১, ঢাকা এর জিডি নং-০৫/২১ তারিখ- ০১/০৮/২০২১ ইং এবং এমসিসি নং ২৭৯/২১ তারিখ-০১/০৮/২০২১ ইং মূলে সঙ্গীয় এসআই(নিঃ) মঈনুল হোসেন, (বিপি নং-৮৫১৪১৭২৭৫১), মোবাইল- ০১৯৩০- ৬৮২১৮৮, এএসআই(নিঃ)মোঃ মাহাবুবুর রহমান (বিপি নং- ৮৭০৭১০৯৬৭৮, মোবা-০১৭২৩-২৪৮৮৩৮, কং/১০৪৬ অপূর্ব চন্দ্র সূত্রধর (বিপি নং-৯০১১১৩০০৮৩) মোবা-০১৭৮০-৭৫৬৫৭৫, কং/১৬১৮ মোঃ মতিয়ার রহমান, (বিপি নং-৯২১২১৪৮০৭০), মোবাঃ ০১৭১৬- ৯৬১৩৪৭, ড্রাইভার কং/৯২০ মোঃ মশিউর রহমান,(বিপি নং-৯২১২১৪৬১৬৬) মোবাঃ ০১৭৩৮-৫০৫৩৮৫, নারী ব্যাটাঃ আনসার/১৯১৬১৫২ মোসাঃ সাজেদা বেগম, মোবাঃ-০১৭৮১- ৭৩২৭৭২,নারী ব্যাটাঃ আনসার/ ১৯১৭০৪৪ মোসাঃ সালমা আক্তার মোবা- ০১৮৫০-৭১৫৫৩৬, সর্ব কর্মস্থল র‍্যাব-৪, পাইকপাড়া, মিরপুর-১, ঢাকাদের সহ বিশেষ অভিযান পরিচালনা, মাদক দ্রব্য উদ্ধার সংক্রান্তে ডিউটি করা কালে ইং-০১/০৮/২০২১ তারিখ সকাল অনুমান ০৮.৩৫ ঘটিকার সময় গাবতলী বাসষ্ট্যান্ড এলাকায় অবস্থান কালে গোপনসূত্রে জানিতে পারি যে, ঢাকা মহানগরস্থ শাহআলী থানাধীন মিরপুর-১ গোলচত্তরের উত্তর পার্শ্বে মুক্ত বাংলা মার্কেট এর (দক্ষিন পার্শ্বে) সামনে ফুটওভার ব্রীজের নিচে পাকা রাস্তার উপর কতিপয় মাদক ব্যবসায়ী মাদক দ্রব্য হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে অবস্থান করিতেছে। প্রাপ্ত সংবাদের সত্যতা যাচাই এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি যথারীতি অবহিত করিয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে আমি সঙ্গীয় বর্ণিত অফিসার ও ফোর্সসহ ইং-০১/০৮/২০২১ তারিখ সকাল ০৮.৫৫ ঘটিকার সময় ঘটনাস্থল ঢাকা মহানগরস্থ শাহআলী থানাধীন মিরপুর-১ গোলচত্তরের উত্তর পার্শ্বে মুক্ত বাংলা মার্কেট এর (দক্ষিন পার্শ্বে) সামনে ফুটওভার ব্রীজের নিচে পাকা রাস্তার উপর পৌছাইলে র‍্যাব সদস্যদের উপস্থিতি টের পাইয়া মাদক ব্যবসায়ী দলের সক্রিয় সদস্যরা কৌশলে পালানোর চেষ্টা কালে উপরোক্ত আসামীদ্বয়কে সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সদের সহায়তায় হাতে নাতে আটক করিতে সক্ষম হই। অতঃপর জিজ্ঞাসাবাদে তাহারা উপরোক্ত নাম-ঠিকানা

বাদীর টাইপকৃত এজাহার অদ্য ০২/০৮/২০২১ ইং তাং সময় ১৯.১৫ ঘটিকায় থানায় প্রাপ্ত হইয়া শাহ আলী থানার মামলা নং ০৫, তাং ০২/০৮/২১ইং ধারাঃ ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৩/২৪/৩৫ রুজুকরা হইল

স্বা/- অস্পষ্ট
তাং ২/৮/২১
(অবুল বাসার মুহাম্মদ) আসাদুজ্জামান
বিপি ৭৭০৬১০৮০৭৬
অফিসার ইনচার্জ
অফিসার ইনচার্জ, শাহআলী থানা, ডিমএপি, ঢাকা

দেখিলাম
স্বা/- অস্পষ্ট
মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট
ঢাকা।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

প্রকাশ করে। তাৎক্ষনিক ঘটনাস্থলে আসামীদ্বয়ের হেফাজত হইতে মাদকদব্য কথিত ইয়াবা ৩০০ পিচ ট্যাবলেট ও ০৫ বোতল বিদেশী মদ সহ প্রতারনা কাজে ব্যবহৃত কাগজপত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি উপস্থিত সাক্ষী ১। মোঃ নাসির উদ্দিন (৪৮), পিতা-আব্দুল হক হাওলাদার,সাং- প্রিয়াংকা হাউজিং,রোড নং- ০৩,বাসা নং-১৬, থানা-শাহআলী, ডিএমপি-ঢাকা, মোবাঃ-০১৭১৬-০২৬১১৭, ২। মোঃ সাজ্জাদ হোসেন(৩৬), পিতামৃত-আব্দুস সোবাহান, সাং-আহাম্মদপুর (মুন্সিবাড়ী), থানা-সেনবাগ, জেলা-নোয়াখালী, এ/পি-আহাম্মদ নগর পাইকপাড়া ছাপাখানা মোড়, বাসা নং-৭৫, থানা-মিরপুর মডেল, ডিএমপি-ঢাকা, মোবাঃ- ০১৭৬৬-৬৬৬১৬৯, ৩। হুমায়ন মৃধা(২৬), পিতা-মহের উদ্দিন মৃধা, মাতা-আমেনা বেগম, সাং-বড় বালিয়াতুলী, (পৌর সভা ১০ নং ওয়ার্ড), থানা-কলাপাড়া, জেলা-পটুয়াখালী, মোবা- ০১৩১৬-৯০৪৭৭৯, এপি সাং-মুক্তবাংলা মার্কেট এর সিকিউরিটি, মিরপুর-১, থানা-শাহআলী, ডিএমপি-ঢাকা, ৪ । নারী ব্যাটাঃ আনসার/ ১৯১৬১৫২/মোসাঃ সাজেদা বেগম, মোবাঃ-০১৭৮১-৭৩২৭৭২, র‍্যাব -৪, পাইকপাড়া, মিরপুর-১, ঢাকা সহ অন্যান্যদের মোকাবেলায় ধৃত আসামীদ্বয়ের হেফাজত হইতে নিম্ন বর্নিত আলামত সমুহ নিজ নিজ হাতে বাহির করিয়া দিলে ইং-০১/০৮/২০২১ তারিখ সকাল ০৯.৩৫ ঘটিকার সময় বর্ণিত ঘটনাস্থলে আমার সঙ্গীয় এসআই(নিঃ) মঈনুল হোসেন, (বিপি নং-৮৫১৪১৭২৭৫১) মোবাইল- ০১৯৩০- ৬৮২১৮৮ জব্দ তালিকা মুলে জব্দ করেন ও জব্দ তালিকায় সংশিস্নষ্ট সাক্ষীদের স্বাক্ষর গ্রহন করেন এবং নিজেও স্বাক্ষর করেন। যাহার প্রেক্ষিতে আসামীদ্বয়ের বিরনদ্ধে শাহআলী থানার মামলা নং-০৩ তারিখ-০২/০৮/২০২১ ইং, ধারা-২০১৮ সনের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রয়ন আইনের ৩৬(১) এর টেবিল ১০(ক)/২৪(ক) এবং শাহআলী থানার মামলা নং-০৪ তারিখ-০২/০৮/২০২১ ইং, ধারা-১৭০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/ ৪২০/৩৪ পেনাল কোড যথারীতি রনজু হয়। আসামীদ্বয় বর্ণিত মামলা দুটিতে গ্রেফতার হইয়া বর্তমানে জেল হাজতে আটক আছে। আসামীদ্বয় নিজেদেরকে যথাক্রমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল এবং বিগ্রেডিয়ার জেনারেল বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহাদের অসংলগ্ন কথা-বার্তায় ও আচার-আচরনে সন্দেহ হইলে ব্যাপক ও নিবিড় ভাবে জিজ্ঞাসাবাদে এক পর্যায়ে তাহারা স্বীকার করে যে, প্রকৃত পক্ষে তাহারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্য নহে বরং সাধারন ও নিরিহ লাকজনদেরকে প্রতারনা করার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীর বর্ণিত পদের মিথ্যা পরিচয় দিয়া, ভূয়া আইডি ও ভিজিটিং কার্ড, নকল সীল মোহর ও অন্যান্য ভূয়া সনদপত্রাদি তৈরী ও তাহা ব্যবহারের মাধ্যমে পরস্পর যোগ সাজসে একে অপরের সহযোগিতায় দীর্ঘ দিন যাবৎ ডিজিটাল পস্নাটফর্ম, সোশ্যাল মিডিয়া, ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়া ব্যবহার করিয়া প্রতারণা করিয়া আসিতেছেন। জিজ্ঞাসাবাদে তাহারা আরো স্বীকার করে যে,এই মূহুর্তে তাহাদের নিজ নিজ হেফাজতে ভূয়া আইডি ও ভিজিটিং কার্ড,নকল সীল মোহর ও অন্যান্য ভূয়া সনদপত্রাদি রহিয়াছে। ধৃত আসামীদ্বয় ডিজিটাল ডিভাইজ ব্যবহার করিয়া প্রচার/প্রচারণার মাধ্যমে নিজেদেরকে খ্যাতিমান হিসেবে অধিষ্ঠিত করে নানাবিধি অবৈধ অপরাধ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত রয়েছে। সূদুর প্রসারী পরিকল্পনার মাধ্যমে তাহারা নিজস্ব এজেন্ডা বাস্ত্মবায়নে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্ন মাধ্যমে অপব্যবহার করে নিজেদের গগনচুম্বী ভূয়া সাফল্য ও আস্ত্মর্জাতিক মানবাধিকার ও নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততার মিথ্যাচার ও বিভ্রান্তিস্ত্মমূলক তথ্য প্রচারে লিপ্ত থাকিয়া মিথ্যাচারের মাধ্যমে প্রতারণার আশয় নিয়ে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। র‍্যাব-৪ এর অভিযানে ০১ আগস্ট ২০২১ তারিখ সকাল ০৯.৩৫ ঘটিকায় রাজধানীর শাহ আলী থানাধীন মিরপুর-১ হতে কথিত তরন্নণ চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও গবেষক @ বিশিষ্ট আলোচক @ ডিপেস্নাম্যাট @ বিগ্রেডিয়ার জেনারেল @ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ইশরাত রফিক ঈশিতা (আইপিসি), পিতা- খন্দকার রফিকুল ইসলাম, কাফরন্নলে, ঢাকা এবং তার সহযোগী মোঃ শহিদুল ইসলাম ওরফে দিদার, পিতা-মোঃ হুমায়ন কবীর, দোহার, ঢাকা'কে গ্রেফতার করা হয়। **উক্ত অভিযানের উদ্ধার করা হয়, ভুয়া আইডি কার্ড, ভুয়া ভিজিটিং কার্ড, ভুয়া সীল, ভুয়া সার্টিফিকেট, প্রত্যয়নপত্র, পাসপোর্ট, ল্যাপটপ, ৩০০ পিছ ইয়াবা, ০৫ বোতল বিদেশী মদ এবং মোবাইল। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃতরা বর্ণিত বিষয়ে সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে তথ্য প্রদান করে। গ্রেফতারকৃত ইশরাত রফিক ঈশিতা পেশায় একজন চিকিৎসক।** যিনি বিভিন্ন মাধ্যমে একজন আলোচক, চিকিৎসা বিজ্ঞানী, গবেষক, পিএইচডি সম্পন্ন, মানবাধিকার কর্মী, সংগঠক, বিগ্রেডিয়ার জেনারেল পদ মর্যাদার এবং আস্ত্মর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সদস্যসহ গুরন্নত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন বলে ভূয়া পরিচয় প্রদান করে থাকেন। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়,বর্ণিত ভূয়া পরিচয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনে তিনি ভূয়া নথিপত্র তৈরী ও প্রচার প্রচারণা করে থাকেন। তিনি ময়মনসিংহে অবস্থিত একটি বেসরকারী মেডিকেল কলেজ হতে ২০১৩ সালে (সেশন ২০০৫-২০০৬) এমবিবিএস সম্পন্ন করেন। অতঃপর জুন ২০১৪ সালের প্রথম দিকে মিরপুরের একটি বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসক হিসেবে যোগদান করেন। অতঃপর ২০১৪ সালে তিনি একটি সরকারী সংস্থায় চুক্তি ভিত্তিক চিকিৎসক হিসেবে নিয়োগ পান। সেখানে ০৪ মাস চাকুরী করার পর শৃঙ্খলাজনিত কারণে চাকুরীচ্যুত হন। গ্রেফতারকৃত ইশরাত রফিক ঈশিতা চিকিৎসা শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও গবেষক হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকেন। তার ভূয়া বিশেষজ্ঞ ডিগ্রীগুলো যথাক্রমে-এমপিএইচ, এমডি, ডিও ইত্যাদি। এছাড়া ভুয়া ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ হিসেবেও বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করে থাকেন। **গ্রেফতারকৃত আসামীদ্বয় বিভিন্ন ওয়েব সাইটে চিকিৎসা শাস্ত্রে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ, আর্টিকেল বা থিসিস পেপার প্রকাশনা করেছেন তন্মধ্যে Health problems and health care seeking behavior of street children in Dhaka City, Perception regarding acute respiratory tract infection among mothers of under five children ইত্যাদি।** তিনি মূলত অনলাইনে প্রাপ্ত বিভিন্ন গবেষণাধর্মী প্রকাশনা এডিট করে বর্ণিত গবেষণাধর্মী প্রকাশনা প্রস্ত্মুত করেছেন বলে জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন। গ্রেফতারকৃত ইশরাত রফিক ঈশিতা জানান তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিদেশে প্রাপ্ত ভূয়া সাফল্য স্বীকৃতের প্রচারণা করতেন। **২০২০ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশে হোটেল পার্ক অ্যাসেন্টে অনুষ্ঠিত জিআইএসআর ফাউন্ডেশনের প্রদত্ত ইন্টারন্যাশনাল ইন্সপিরেশনাল ওমেন অ্যাওয়ার্ড (আইআইডব্লিউ ২০২০) পেয়েছেন যা ৩৫ বছর বয়সী চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও গবেষকদের মধ্যে "বছরের সেরা নারী বিজ্ঞানী" হিসেবে পুরস্কার। এ ছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাতে 'রিসার্চ অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, ভারতের 'টেস্ট জেম অ্যাওয়ার্ড ২০২০'; থাইল্যান্ডে আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে অংশ নিয়ে 'আউটস্ট্যান্ডিং সায়েন্টিষ্ট এন্ড রিসার্চার অ্যাওয়ার্ড ইত্যাদি। তিনি আরো জানান যে, তিনি প্রতারণার মাধ্যমে ভূয়া নথিপত্র উপস্থাপন করিয়া ২০১৮ সালে জার্মানীতে 'লিন্ডা, ও নোবেল লরিয়েট মিট-মেডিসিনে' অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি**

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

প্রচারণা করেন যে, তিনি প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে বর্ণিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এছাড়া তিনি অ্যাম্বাসেডর হিসেবে বিভিন্ন সংগঠন যথাক্রমে আমেরিকান সেক্সুয়াল হেলথ অ্যাসোসিয়েশন, ন্যাশনাল সার্জিক্যাল ক্যান্সার কোয়ালিশন এবং গ্লোবাল গুডউইল ইত্যাদি সংগঠনে বাংলাদেশে কাজ করছেন মর্মে জানান। তিনি অ্যাওয়ার্ড বিষয়ক অনুষ্ঠানে উপস্থিতির এডিটিং করা ভুয়া ছবি ও সনদ তৈরী করে গণমাধ্যমে প্রেরণ ও ভার্চুয়াল জগতে প্রচারণা করতেন। গ্রেফতারকৃত ইশরাত রফিক ঈশিতা করোনা মহামারীকে পুঁজি করে ভার্চুয়াল জগতে প্রতারণায় সক্রিয় ছিলেন। এই বিষয়ে আলোচক ও প্রশিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। **তিনি অনলাইনে করোনা প্রশিক্ষণ কোরে আয়োজন ও সার্টিফিকেট প্রদান করে প্রচার- প্রচারণা করেছেন।** সে বিভিন্ন বিদেশীদের ভূয়া সার্টিফিকেট প্রচারণা করে অন্যান্যদের অর্থের বিনিময়ে সার্টিফিকেট গ্রহণে আকৃষ্ট করতেন। গ্রেফতারকৃত ইশরাত রফিক ঈশিতা **"Young World Leaders for Humanity" নামক একটি অনিবন্ধনকৃত ও অননুমোদিত সংগঠন পরিচালনার সাথে যুক্ত।** অনলাইন পস্নাটফর্মে যার Facebook page I Linkedin ID রয়েছে। সংস্থাটির সদর দপ্তর নিউইয়র্কে অবস্থিত বলে প্রচারণা করা হয়েছে। বর্ণিত ফেসবুক পেজের কো- এ্যাডমিন গ্রেফতারকৃত ইশরাত রফিক ঈশিতা। এই ফেসবুক পেইজের মাধ্যমে দেশ ও আন্স্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রতারণা নেটওয়ার্ক তৈরী করে ইতোমধ্যে নেপাল, পাকিস্ত্ম ান, আফগানিস্থান, ভারত, বুরম্নন্ডি, আমেরিকা, নাইজেরিয়া, ওমান, সৌদি আরব ইত্যাদি দেশে অর্থের বিনিময়ে প্রতিনিধি নিয়োগ করে আসছে। এছাড়াও উক্ত দেশগুলোকে আসামীদ্বয় উলেস্নখিত সংগঠনের ব্যানারে সেমিনার, অ্যাওয়ার্ড প্রদান ও শিক্ষণ ইত্যাদি আয়োজন করা হয়ে থাকেন বলে গ্রেফতারকৃতরা জানান। যেখানে অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিদেরকে ভুয়া অ্যাওয়ার্ড বিতরণ বিনিময়ের মাধ্যমে অর্জিত অর্থের সিংহভাগ গ্রেফতারকৃত ইশরাত রফিক ঈশিতা ও তার প্রধান সহযোগী মোঃ শহিদুল হে দিনার কর্তৃক গ্রহণ করে থাকেন। এছাড়া সংগঠনের ব্যানারে গত এপ্রিল ২০১৯ এ রাজধানীর একটি অভিটরিয়ামে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৩০ জন বাংলাদেশীকে ও "Young World Leaders for Humanity" এর সম্মাননা প্রদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ইশরত রফিক ঈশিতা সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন। এই সংগঠনে বিশ্বের বিভিন্ন আন্স্তর্জাতিক ভাবে পরিচিত ব্যক্তিদের ছবি যুক্ত করে এ্যাডভাইজর, ভাইস চেয়ারম্যান, ইন্টারন্যাশনাল ভাইস চেয়ারম্যানসহ নানা যোগদান করেছেন বলে ভূয়া প্রচারণা করে আসছিল। এছাড়াও তিনি ২০১৮ সালে নিরাপত্তা, চিকিৎসা, মানবাধিকার, নারী শিশু অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন আন্স্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে যুক্ত বলে ভয়া তথ্য প্রদান করেন। গ্রেফতারকৃত ইশরাত রফিক ঈশিতা প্রতারণার কৌশল হিসেবে নিরাপত্তা বাহিনীর র‌্যাংক ব্যাচ ও চেষ্টা করে অর্জনের চেষ্টা করে ফিলিপাইনে পরিচালিত একটি ওয়েবসাইট (IPC.Phil.com) হতে ৪০০ ডলারের বিনিময়ে সামরিক বাহিনীর ন্যায় "বিগ্রেডিয়ার জেনারেল" পদটি প্রাপ্ত হয় বলে প্রচার করেন। এছাড়াও আসামীদ্বয় ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ অর্গানাইজেশন, কাউন্টার ক্রাইম ইন্টেলিজেন্স বিক্রাইম ইন্টেলি অর্গানাইজেশন ইত্যাদি সদস্য পদের ভূয়া সনদ তৈরী করে প্রচারণা করিয়া আসিতেছেন। তাহারা নিজস্ব ভূয়া ডিগ্রী, পদ ও পদবী প্রচারণার জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও আইপি চ্যানেল ব্যবহার করতেন। উক্ত প্রচারণার মাধ্যমে সে বিশিষ্ট আলোচকদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে টকশোতে অংশগ্রহণ করতেন। তাহারা ভূয়া সার্টিফিকেট, এডিটিং ছবি, মিথ্যা বিবৃতি ও তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সকলকে বিভ্রান্স্ত করেছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্ন মাধ্যমে তাহারা মানবাধিকার লংঘন, নারী শিশু অধিকার, চিকিৎসা বিজ্ঞান, করোনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচক হিসেবে আবির্ভূত হয়ে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে অপচেষ্টা চালাতেন। বিভিন্ন স্থানে পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীনতা এড়াতে তার "বস" হিসেবে তার সহযোগী গ্রেফতারকৃত মোঃ শহিদুল ইসলাম দিদার ভূমিকা রাখতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনলাইনে বিভিন্ন মিটিং এ বস/উপরোস্থ কর্মকর্তার বর্ণিত ভূমিকা পালন করতেন এবং ফিলিপাইনে একই সাইট হতে অর্থের বিনিময়ে মেজর জেনারেল পদ ধারণ করেন বলে জানান। এছাড়া নিজেকে আইন সহায়তা কেন্দ্র (আসক); ইয়াং ওয়ার্ল্ড লিডার ফর হিউমিনিটিসহ বিভিন্ন সংগঠনের ফাউন্ডার (প্রতিষ্ঠাতা) বা কর্ণধার হিসেবে উপস্থাপন করেন। একই ভাবে তিনি দূর্নীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ক আন্স্তর্জাতিক সংস্থার দূত বা অ্যাম্বাসেডর হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকেন। গ্রেফতারকৃতরা যোগসাজশে আন্স্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার ভূয়া সদস্য,কর্ণধার বা দূত হিসেবে দেশে/বিদেশে প্রতারণা মাধ্যমে অপরাধ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত রয়েছেন। তাহারা বিভিন্ন প্রতারনার মাধ্যমে নিম্নে বর্নিত সার্টিফিকেট গুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । 1. American sexual health association (ASHA). 2.National cervical cancer coalition (NCCC). 3. Global goodwill org, USA. 4. Young world leader for humanity. 5.Global Peace chain.6. Global human right project. 7. Counter crime intelligence organization. 8. International Police Commission. 9. International Police Organization.

আসামীদ্বয় পরস্পর যোগসাজশে ডিজিটাল ডিভাইজ ও ডিজিটাল সিষ্টেমের মাধ্যমে ভূয়া সনদপত্র, পদক ও অনুরূপ সরঞ্জামাদি, ডকুমেন্ট তৈরী, গ্রহন, ব্যবহার, উপস্থাপন ও প্রচারের মাধ্যমে প্রতারনা এবং উহাতে সহায়তার অপরাধ করিয়া তাহারা ২০১৮ সনের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৩/২৪/৩৫ ধারার অপরাধ করিয়াছে বিধায় উলেস্নখিত হাজতী আসামীদ্বয়ের বিরম্নদ্ধে বর্ণিত ধারা মতে আপনার থানায় একটি নিয়মিত মামলা রম্নজু সহ পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করিতে মর্জি হয়।

যেহেতু আসামীদ্বয় ইতিপুর্বে আপনার থানায় রম্নজুকৃত মামলা নং-০২(৮) ২১ এবং ০৩(৮)২১-তে গ্রেফতার হইয়া বর্তমানে জেল হাজতে আটক আছে সেহেতু তাহাদের ০২ জনকে অস্ত্র এজাহারের সাথে আপনার থানায় হস্ত্মান্স্তর করা সম্ভব হইল না। আরো উলেস্নখ্য রম্নজুকৃত বর্নিত মামলা ০২ টিতে জব্দকৃত আলামত সমুহ (মাদকদ্রব্য ব্যতিত) অত্র মামলার আলামত হিসাবে পরিগণিত হইবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে বিস্ত্মারিত আলোচনা শেষে অত্র এজাহার দাখিলে বিলম্ব হইল। সংযুক্তঃ

১। আপনার থানায় রম্নজুকৃত মামলা ০৩(৮)২১ এবং ০৪(৮)২১ এর মূল জব্দ তালিকার ফটোকপি ০২ পাতা ।

বিনীত

স্বা/-অস্পষ্ট

(খন্দকার মোঃ আমির আলী)

ডিএডি, পুলিশ পরিদর্শক(সঃ),

(বিপি নং-৬৭৮৫০৪৩১৩৭),

মোবাঃ-০১৭৪৩-৭৯৮৪৫৩।

জব্দ তালিকা

সূত্রঃ র‌্যাব-৪, পাইকপাড়া, মিরপুর-১, ঢাকা এর জিডি নং-০৫, তারিখঃ ০১/০৮/২০২১ ইং ।

১। **জব্দ করার তারিখ ও সময়ঃ ইংরেজী ০১/০৮/২০২১ ইং সকাল ০৯.৩৫ ঘটিকায়।**

২। জব্দ করার স্থানঃ ঢাকা মহানগরস্থ শাহআলী থানাধীন মিরপুর-১, গোলচত্বরের উত্তর পার্শ্বে মুক্ত বাংলা মার্কেটের (দক্ষিন

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
	সাইবার ট্রাইবুন্যাল, ঢাকা। সাইবার ট্রাইবন্যাল মামলা নং- ২৭০/২৩ সূত্র: শাহআলী থানার মামলা নং ৪/২১৯ তাং ২/৮/২০২১ ধারাঃ ১৭০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৪২০/৩৪ পেনাল কোড স্বা/- অস্পষ্ট তাং ২/৮/২১ (অবুল বাসার মুহাম্মদ) আসাদুজ্জামান বিপি ৭৭০৬১০৮০৭৬ অফিসার ইনচার্জ অফিসার ইনচার্জ, শাহআলী থানা, ডিএমপি, ঢাকা দেখিলাম স্বা/- অস্পষ্ট মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ঢাকা।	পার্শ্বে) সামনে ফুট **ওভার ব্রীজের নিচে পাকা রাস্তার উপর ধৃত আসামীদ্বয়ের হেফাজত হতে।** **জব্দকালীন উপস্থিত স্বাক্ষীদের নাম ও ঠিকানাঃ** ক) মোঃ নাসির উদ্দিন (৪৮), পিং- আঃ হক হাওলাদার, সাং- প্রিয়াংকা হাউজিং, রোড নং-০৩, বাসা নং-১৬, থানা-শাহআলী, ডিএমপি, ঢাকা। মোবাইল নং-০১৭১৬০২৬১১৭। খ) মোঃ সাজ্জাদ হোসেন (৩৬), পিং- মৃতঃ আঃ সুবাহান, সাং- আহাম্মদপুর (অপাঠ্য) বাড়ি), থানা- সেনবাগ জেলা- নোয়াখালী, এ/পি- আহাম্মেদ নগর পাইকপাড়া, ছাপাখানা মোড়, বাসা নং-৭৫, থানা- মিরপুর মডেল, ডিএমপি, ঢাকা। মোবাইল নং-০১৭৬৬৫৬৬১৬৯ গ) হুমায়ুন মৃধা (২৬), পিং- মহের মৃধা, মাতা- আমেনা বেগম, সাং- বড় বালিয়াতুল পৌরসভা ১০নং ওয়ার্ড থানা-কলাপাড়া, জেলা- পটোয়াখালী। এ/পি- মুক্ত বাংলা মার্কেটের সিকিউরিটি গার্ড, মিরপুর-১, শাহআলী, ডিএমপি, ঢাকা। মোবাইল নং-০১৩১৬৯০৪৭৭৯। ঘ) নারী ব্যাটাঃ আনসার/= ১৯১৬১৫২ মোসাঃ সাজেদা বেগম, র‍্যাব-৪, পাইকপাড়া, মিরপুর-১, ঢাকা, মোবাঃ ০১৭৮১-৭৩২৭৭২। ৪। জব্দকৃত মালামালের বিবরণঃ (১) তিনটি সাদা পলিথিনের জীপারে রক্ষিত প্রতিটি জীপারে ১০০(একশত) পিস করিয়া সর্বমোট ৩০০ (তিনশত) পিচ কথিত মাদক ইয়াবা ট্যাবলেট যাহার ওজন ৩০ (ত্রিশ) গ্রাম, অবৈধ বাজার মুল্য ৯০,০০০/- (নব্বই হাজার) টাকা ধৃত আসামী মোঃ শহিদুল ইসলাম @ দিনার তাহার পরিহিত ফুলপ্যান্টের ডান পকেট হইতে নিজ হাতে বাহির করিয়া দেওয়া মতে, (২) International Police Commission এর র‍্যাংক ব্যাজ সম্বলিত নেভী-বস্নু রংয়ের একসেট ইউনিফরম (পিকাপ, আইডি কার্ড সহ) যাহার নেমপেস্নটে ইংরেজীতে DINAR লেখা আছে, (৩) ধৃত আসামী মোঃ শহিদুল ইসলাম @ দিনার এর নিজ নামীয় ছবি সম্বলিত আইডি কার্ড ০২ টি যাহাতে International Police Commission MAJ.GEN.SHAHIDUL ISLAM DINAR IPC 0-912033 MAJ.GEN.SHAHIDUL ISLAM DINAR IPC SPECIAL ENVOY TO ASIA PACIFIC REGION সহ আরো অন্যান্য লেখা আছে এবং যাহার প্রত্যেকটির এক কপি করে A4 সাইজের কাগজের রঙ্গিন প্রিন্ট আউট কপির লেমেনিটিং করা কপি আছে, (৪) ধৃত আসামী মোঃ শহিদুল ইসলাম @ দিনার এর নিজ নামীয় ই-মেইলে ব্যবহৃত বিভিন্ন কাগজ ১০ (দশ) পাতা, (৫) ধৃত আসামী মোঃ শহিদুল ইসলাম @ দিনার এর নিজ নামীয় ০৫(পাঁচ) টি সীল যাহার প্রতিটিতে ইংরেজীতে লেখা যথাক্রমে International Co- Ordinator, officer L1. Special Enjoy to Asia Pasific Region. Ambassador, Ambassador Europolice Fedaration সহ আরো অন্যান্য ইংরেজী লেখা আছে, (৬) ধৃত আসামী মোঃ শহিদুল ইসলাম @ দিনার এর নিজ নামীয় NIIT এর Adbanced Certificate এক কপি, (৭) International Police Commission এর প্রত্যায়নপত্র যাহাতে ধৃত আসামী মোঃ শহিদুল ইসলাম @ দিনার কে MAJGEN.SHAHIDUL ISLAM DINAR মর্মে প্রত্যায়ন করা হয়েছে, (৮) WAHEED CENTRE FORN HUMANITY & HUMANITARIAN DEVELOPMENT (WCHHD) এর প্রত্যয়নপত্র যাহাতে ধৃত আসামী মোঃ শহিদুল ইসলাম @ দিনারকে MAJ.GEN .SHAHIDUL ISLAM DINAR মর্মে প্রত্যয়ন করা হয়েছে। (৯) International Police Organization (IPO) 4 membership Certificate. ১০। ধৃত আসামী মোঃ শহিদুল ইসলাম @ দিনার এর নিজ নামীয় লেটার প্যাড একপাতা যাহাতে বিভিন্ন ইংরেজী লেখা আছে। (১১) MAJ.GEN.SHAHIDUL ISLAM DINAR নামীয় এর Certificate of Achievement এক কপি । (১২) ধৃত আসামী মোঃ শহিদুল ইসলাম @ দিনার এর নিজ নামীয় SELF DEFENSE KRAV MAGA | (১৩) ICON AMBASSADOR BOOK OF WORLD RECORDS এর Appointment letter, (১৪) International Police Commission SPECIAL ORDER OF APPOINMENT এক কপি (১৫) International Police Commission এর প্রত্যায়নপত্র যাহাতে MAJ.GEN.SHAHIDUL ISLAM DINAR, মর্মে প্রত্যায়ন করা হয়েছে। (১৬) ICON AMBASSADOR BOOK OF WORLD RECORDS এর Certificate OF APPRECIATION এক কপি, (১৭) EUROPOLICE FEDERATION এর প্রত্যয়নপত্র যাহাতে MAJ.GEN.Dr.SHAHID UL ISLAM DINAR মর্মে প্রত্যায়ন করা হয়েছে। (১৮) Apsley Business School London এর প্রত্যায়নপত্র দুইটি যাহাতে MAJ.GEN.Dr.SHAHID UL ISLAM DINAR মর্মে প্রত্যায়ন করা হয়েছে। (১৯) International Human Rights Ambassadors Organization ISO 9001:2015 এর APPOINMENT LETTER এক পাতা। (২০) ধৃত আসামী মোঃ শহিদুল ইসলাম @ দিনার এর একটি পুরাতন ব্যবহৃত HONOR মোবাইল ফোন যার IMEI নং যথাক্রমে 865747050666320. 865747050666338 যার মধ্যে 01829504325 নং সীম সংযুক্ত (২১) ধৃত আসামী মোঃ শহিদুল ইসলাম @ দিনার এর নিজ নামীয় বিভিন্ন স্থানীয় পেপার কাটিং,০৮ পাতা। (২২) ০৫ (পাঁচ) বোতল বিদেশী মদ যাহার মধ্যে একটির (i) বোতলের গায়ে ইংরেজীতে LABEL 5 BLENDED WHISKY. 1 LITRE. Vol- 43%. Made In Scotland (ii) JOHNNIE WALKER BLACK LABEL. 1 LITRE. Vol- 40% Made In Scotland (iii) GILBEYS 1 LITRE. Vol-40%. Made In Scotland, (iv) JACK DANIELS 1 LITRE. Vol-40%. Made In USA, (v) OFFICERS CHOICE 750 ml. Made In Scotland মোট ওজন ০৪ (চার) লিটার ৭৫০ মিলি (পোনে পাঁচ) লিটার, অবৈধ বাজার মূল্য (৫,০০০x৫)= ২৫,০০০/-(পচিশ হাজার) টাকা, **যাহা ধৃত আসামী ইশরাত রফিক @ ঈশিতা এর ডান হাতে থাকা পাটের তৈরী হাত ব্যাগ হইতে নিজ হাতে বাহির করিয়া দেওয়া মতে জব্দ ।** (২৩) ধৃত আসামী ইশরাত রফিক @ ঈশিতা এর নিজ নামীয় ছবি সম্বলিত ০২ টি আইডি কার্ড যাহার একটিতে International Police Commission BRIG. GEN. DR. ISHRAT RAFIQUE IPC 0-912032. সহ আরো অন্যান্য লেখা আছে এবং অপরটিতে International Police Commission BRIG. GEN. DR. ISHRAT RAFIQUE, IPC

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Deputy Chief intelligence লেখা A4 সাইজের কাগজের রঙ্গিন প্রিন্ট লেমেনিটিং করা, (২৪) International Police Commission এর র‍্যাংব-ব্যাজ সম্বলিত নেভী-বস্নু রংয়ের একসেট ইউনিফর্ম (পিকাপ, আইডি কার্ড সহ) যাহার নেমপেস্নটে ইংরেজীতে ISHRAT লেখা আছে। (২৫) ধৃত আসামী ইশরাত রফিক @ ঈশিতা এর নিজ COUNTER CRIME INTELLIGENCE ORGANIZATRION এর CERTIFICATE OF MEMBERSHIP, (২৬) ধৃত আসামী ইশরাত রফিক @ ঈশিতা এর নিজ নামীয় INTERNATIONAL POLICE ORGANIZATRION এর CERTIFICATE OF MEMBERSHIP, (২৭) INTERNATIONAL POLICE COMMISSION এর GENERAL MISSION ORDER. (28) COUNTER CRIME INTELLIGENCE ORGANIZATRION IDENTIFICATION CARD, (২৯) INTERNATIONAL POLICE COMMISSION এর ORDER OF PROMOTION & DESIGATION (৩০) ধৃত আসামী ইশরাত রফিক @ ঈশিতা এর নিজ নামীয় ই- পাসপোর্ট যাহার নাম্বার BR ০৪১১৩০০ (৩১) INTERVIEW ON niramoy24.com (৩২) ধৃত আসামী ইশরাত রফিক @ ঈশিতা ব্যবহৃত একটি পুরাতন SYMPHONY V100 মোবাইল ফোন যার IMEI নং যথাক্রমে 359005071340042, 359005071340059 যার মধ্যে 01777655410 নং সীম সংযুক্ত (৩৩) ধৃত আসামী ইশরাত রফিক @ ঈশিতা ব্যবহৃত একটি পুরাতন DELL ল্যাপটপ যার Reg Model P49G. উপরোক্ত ০১নং হইতে ২১ নং আলামত সমূহ ধৃত ০১নং আসামী মোঃ শহিদুল ইসলাম (২) দিনার এর হেফাজতে থাকা কাপড়ের তৈরী OPPO লেখা পিটে বুলানো ব্যাগ হইতে তাহার নিজ হাতে বাহির করিয়া দেওয়া মতে পক্ষান্স্ব। ২২নং হইতে ৩৩নং আলামত সমূহ ধৃত ০২নং আসামী ইশরাত রফিক (২) ইশিতা এর হেফাজতে থাকা পাটের ব্যাগ হইতে নিজ হাতে বাহির করিয়া দেওয়া মতে ঘটনা স্থলে সাক্ষীদের সম্মুখে জব্দ করা হইল। ৫।স্বাক্ষীদের স্বাক্ষরঃ (ক) স্বা/-মোঃ নাসির উদ্দিন (খ) স্বা/- অস্পষ্ট তাং-০১/০৮/২১ (গ)স্বা/-হুমায়ন (ঘ)স্বা/-মোছাঃ সাজেদা বেগম প্রস্ত্মুতকারী স্বা/-অস্পষ্ট নামঃ মঈনুল হোসেন পদবীঃ এস.আই. নিঃ বিপি নং-৮৫১৪১৭২৭৫১ র‍্যাব-৪, পাইকপাড়া, মিরপুর-১, ঢাকা। ০১/০৮/২০২১ ইং ০১৯৩০৬৮২১৮৮ **জব্দ তালিকা (seizure List)** বিপি ফরম নং-৪৪ (নিয়ন্ত্রন নং-পিআরবি-২৮০) বেঙ্গল ফরম নং-৫২৭৬ সূত্রঃ শাহআলী থানার মামলা নং-৫, তাং-০২/০৮/২১ ইং, ধারাঃ ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৩/২৪/৩৫ ধারা। ১। জব্দ করার তারিখ ও সময়ঃ ইং ০৩/০৮/২১ তারিখ বেলা ১১.৪৫ ঘটিকা। জব্দ করার স্থানঃ অত্র শাহআলী থানা ডিএমপি, ঢাকা এর ডিউটি অফিসারের অফিস কক্ষ। ৩। সাক্ষীদের নাম ও ঠিকানাঃ (ক) স্থায়ী ঠিকানাঃ নামঃ ডিএডি মোঃ আমির আলী, পুলিশ পরিঃ (সঃ) বিপি-৬৭৮৫০৪৩১৩৭, র‍্যাব-৪, পাইকপাড়া, মিরপুর-২, জেলা-ঢাকা। বর্তমান ঠিকানাঃ ঐ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৪৩-৭৯৮৪৫৩। (খ) স্থায়ী ঠিকানাঃ নামঃ মাইনুল হোসেন, এসআই (নিঃ) বিপি-৮৫১৪১৭২৭৫১, র‍্যাব-৪, পাইকপাড়া, মিরপুর-১, ঢাকা। বর্তমান ঠিকানাঃ ঐ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৪৩-৭৯৮৪৫৩ (গ) স্থায়ী ঠিকানাঃ নামঃ কং/৫২৬৩, মোঃ নুরন্নল ইসলাম, বিপি-৭৬৯৪০৪৮৬৮৯, শাহআলী থানা, ডিএমপি, ঢাকা । বর্তমান ঠিকানাঃ ঐ. মোবাইল নম্বরঃ ০১৫৫৩৪৩২৪৫৬ ৪। জব্দকৃত মালামালের বর্ণনা (সনাক্তকৃত চিহ্ন যদি থাকে)ঃ ১। একটি হার্ডডিস্ক যাহার সিরিয়াল নং- S/N: S314JA0F749966, Model: mST1000LM02. উক্ত হার্ডডিস্কটি অত্র মামলার বাদী এবং তাহার সংগীয় অফিসার ফোর্স কর্তৃক ঘটনার দিন অত্র মামলার এজাহার নামীয় হাজতী আসামী ১। ইশরাত রফিক @ ঈশিতা এর নিকট হইতে ইতিপূর্বে উদ্ধার পূর্বক জব্দকৃত এবং জব্দ তালিকায় বর্ণিত ৩৩ নং আলামত এর সাথে সংযুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। যাহা উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে জব্দ পূর্বক জব্দ তালিকা প্রস্ত্মুত করিয়া সাক্ষীদের স্বাক্ষর গ্রহন করিলাম এবং আমি নিজেও সহি করিলাম। ৫। সাক্ষীদের স্বাক্ষরঃ (ক)স্বা/-অস্পষ্ট (খ) স্বা/- অস্পষ্ট (গ)স্বা/-মোঃ নুরন্নল ইসলাম প্রস্ত্তুতকারী অফিসার

সাইবার ট্রাইবুন্যাল, ঢাকাা
সাইবার ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ২৭০/২৩

দেখিলাম
স্বা/- অস্পষ্ট
মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট
ঢাকা।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

স্বা/-অস্পষ্ট
তাং-০৩/০৮/২১
(মোঃ মাসুদ রানা)
বিপি-৮২০২০৭৮০৪৫
এসআই (নিরস্ত্র)
শাহআলী থানা, ডিএমপি, ঢাকা।

অভিযোগ

সাইবার ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।

সাইবার ট্রাইব্যুনাল মামলা নম্বর ২৭০/২০২৩

আমি এ. এম. জুলফিকার হায়াত, বিচারক, সাইবার ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা, আপনি আসামী ইশরাত রফিক @ ঈশিতা এর বিরূদ্ধে অভিযোগ গঠন করছি যে, আপনি আসামী ইশরাত রফিক @ ঈশিতা নিজের পরিচয় গোপন রেখে ছদ্মবেশ ধারণ পূর্বক ডিজিটাল ডিভাইস ও মাধ্যম ব্যবহার করে ভূয়া সনদপত্র, পদক ও ডকুমেন্ট তৈরি করে ব্যবহার করেছেন। এতে আসামী ইশরাত রফিক @ ঈশিতা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ২৪(২) ধারার অপরাধ সংঘটন করেছেন, যা এ টাইব্যুনালে বিচার্য।

এতদ্বারা আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে, এ অভিযোগে অত্র ট্রাইব্যুনালে আপনার বিচার অনুষ্ঠিত হবে। গঠিত অভিযোগ উপস্থিত আসামী-কে পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শুনানো হলে তিনি নিজের দোষ স্বীকার করেন।

তারিখঃ ২০/০৯/২০২৩ খ্রিঃ

স্বা/-এ. এম. জুলফিকার হায়াত
(এ. এম. জুলফিকার হায়াত)
বিচারক
সাইবার ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।

ফরেনসিক ল্যাবরেটরি (ঢাকা)

বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি

স্মারক নং-ফরেনসিক ল্যাবরেটরী (ঢাকা)/আইটি ফরেনসিক শাখা/আইটিএফ-১- ১৫১৯-২০২১/১৮৭৯/২০২২, তাং-১৯/০৪/২০২২ খ্রিঃ

আইটিএফ-০১-১৫১৯-২০২১

সাইবার ট্রাইবুন্যাল, ঢাকা
সাইবার ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ২৭০/২৩

দেখিলাম
স্বা/- অস্পষ্ট
অতিঃ চিফমেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট
ঢাকা।

বিশেষ পুলিশ সুপার (ফরেনসিক), বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি, ঢাকা'র স্মারক নং- ১৫১৯, তাং-২৫/০৮/২০২১ ইং মূলে শাহআলী (ডিএমপি) থানার মামলা নং-০৫, তাং-০২/০৮/২০২১ খ্রিঃ। ধারা-ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ২৩/২৪/৩৫ মূলে নিম্নবর্নিত আলামত বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা কর্তৃক ক্ষমতাপত্র সহ মতামত প্রদানের জন্য একটি আবেদন এসআই (নিঃ)/মোঃ মাসুদ রানা, শাহআলী থানা, ডিএমপি, ঢাকার মাধ্যমে সিআইডি, আইটি ফরেনসিক শাখায় গৃহীত হয়। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হাওলামতে আমি এসআই (নিঃ)/দেবপ্রিয় পন্ডিত ০১/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখ নিম্নবর্ণিত আলামত গ্রহণ করে বিশেস্নষণের কাজ শুরম্ন করি।

গৃহীত আলামত ঃ

ক্রঃ	আলামতের বর্ণনা
১।	একটি SYMPHONY মোবাইল ফোন যার মডেল নং-V100 IMEI NO: 359005071340042, 359005071340059 এবং যাহাতে ০১ (এক) টি গ্রামীণ সিমকার্ড যার MSISDN : 01777655410 সংযুক্ত ।
২।	একটি HONOR মোবাইল ফোন যার মডেল নং-MOA-LX9N IMEI NO: 865747050666320, 865747050666338 এবং যাহাতে ০১ (এক) টি রবি সিমকার্ড যার MSISDN : 01829504325 সংযুক্ত ।
৩।	একটি DELL ল্যাপটপ যাহাতে একটি SAMSUNG SATA 1000 এই হার্ডডিস্ক যার গড়ফবষ No: ST10 00LM024, S/N: S314JAOF749966 সংযুক্ত।
৪।	ফেসবুক আইডি "Ishrat Eeshita" (URL No: https://www.facebook.com/profile.php?id=10000973026 3777)
৫।	ফেসবুক পেজ "Dr. Ishrat Rafique Eshita" (URL No: https://www.facebook.com/Dr-Ishrat-Rafique- Eshita 117668946734137)
৬।	ফেসবুক আইডি "Md Sahidul Islam Dinar" (URL No https://www.facebook.com/profile.php?id=100009408548439)
৭।	ফেসবুক পেজ "Young World Leaders For Humanity" (URL No: https://www. facebook.com/Young-World-Leaders- For-Humanity-287326911646408/)
৮।	টুইটার আইডি "Ishrat R. Eshita" (URL No: https://twitter.com/r_ishrat
৯।	linkedin আইডি "Ishrat Rafique Eshita" (URL No: https://www.linkedin.com/in/ ishrat-rafique-eshita- a05307114)

১০। ইমেইল আইডি " ishrateshita@gmail.com"
১১। ইমেইল আইডি "adinar 803@gmail.com
১২। ইমেইল আইডি "cheguevarachedinar@gmail.com
১৩। ডকোমেন্ট ৪৩ (তেতালিস্নশ) পাতা

তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক চাহিত বিষয়ঃ

১। সূত্রে বর্ণিত মামলায় জব্দকৃত উপরে উলিস্নখিত আলামত সমূহ ব্যবহার করে আসামীদ্বয় ভুয়া সনদপত্র, পদক, ডকুমেন্ট তৈরি, উপস্থাপন ও প্রচার করা হয়েছে কিনা?

২। IPC.Phil.com বাংলাদেশ সরকারের কোন অনুমোদিত এনজিও সংস্থা কি'না? উক্ত IPC.Phil.com কি ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং উক্ত IPC.Phil.com এর সাথে উলিস্নখিত আসামীদ্বয় যুক্ত হইয়া গ্রহনকৃত পদ ও পদবির কোন বৈধতা আছে কি'না?

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পরীক্ষা কার্যক্রমঃ পরীক্ষাকালে আলামত নং-০১, SYMPHONY V100 মোবাইল ফোন এবং আলামত নং-০২, DELL ল্যাপটপে সংযুক্ত SAMSUNG SATA 1000 GB যার Model No: ST1000LM024, S/N: S314JAOF749966) হার্ডডিস্কটি ল্যাবে ব্যবহৃত Forensic Tools দ্বারা Extraction এবং Analysis করে Report তৈরি করি। পাশাপাশি উক্ত আলামত নং-০১ এবং০৩ এ ধারণকৃত তথ্য Manually Analysis করি। আলামত নং-০২, HONOR MOA LX9N মোবাইল ফোনটি অচল থাকায় IMEI নম্বর যাচাই এবং ল্যাবে ব্যবহৃত Forensic Tools দ্বারা Extraction করা সম্ভব হয়নি। আলামত নং-১৩ (স্ক্রিনশট ৪৩ পাতা) পর্যালোচনা করি এবং স্বাক্ষর করি। পরীক্ষাকালে আলামতে **বর্ণিত ফেসবুক আইডি, ফেসবুক পেজ ও Gmail আইডিগুলোতে Login করে পর্যালোচনা এবং টুইটার আইডি, LinkedIn আইডির Timeline এর Public তথ্য পর্যালোচনা করি।** প্রয়োজনীয় স্ক্রিনশট সংগ্রহ করি। মতামতঃ ১। পরীক্ষাকালে আলামত নং-০১, SYMPHONY V100 (IMEI NO: 359005071340042, 359005071340059) মোবাইল ফোনে আলামত স্ক্রিনশটের ০৯ নং পাতার সাথে তথ্য সদৃশ আইডি কার্ড সহ বিভিন্ন নাম পদবি সম্বলিত পদকের ছবি, ভিজিটিং কার্ডের ছবি পাওয়া গেছে। ২। আলামত নং-০৩, DELL ল্যাপটপে সংযুক্ত SAMSUNG SATA 1000 GB এই হার্ডডিস্কটি পরীক্ষাকালে আলামত স্কিনশটের ১৩, ১৮, ২৪ এবং ২৫ সদৃশ ছবি সহ বিভিন্ন নাম পদবি সম্বলিত সনদপত্র, পদক, ভিজিটিং কার্ডের ছবি পাওয়া গেছে। ৩। আলামন নং-০২, HONOR MOA-LX9N মোবাইল ফোনটি অচল থাকায় ল্যাবে ব্যবহৃত Forensic Tools দ্বারা Extraction করা যায়নি। ৪। পরীক্ষাকালে ফেসবুক আইডি "Ishrat EeshitaÓ (User ID: 100009730263777) হতে আলামত স্ক্রিনশটের ০১ নং পাতা সদৃশ পোস্ট করার তথ্য পাওয়া গিয়েছে। উক্ত আইডি থেকে সদনপত্র, বক্তব্য সংম্বলিত পদক এবং বিভিন্ন নাম পদবী সম্বলিত ছবি পোস্ট করার তথ্য পাওয়া গেছে। ৫। ফেসবুক পেজ "Dr. Ishrat Rafique Eshita " (User ID: 117668946734137) আলামত স্ক্রিনশটের ০১ নং পাতা সদৃশ পোস্ট, বিভিন্ন পদক, বিভিন্ন নাম পদবী সম্বলিত সনদপত্রের ছবি পোস্ট এবং "On Lindau Nobel Laureate Meet #LiNoEcon (Econ Films, UK) August 1, 2018" লেখার সম্বলিত ভিডিও শেয়ার করার তথ্য পাওয়া গেছে। ৬। ফেসবুক আইডি " Md Sahidul Islam Dinar" (User ID: 100009 408548439) দিয়ে ঝবধৎপয প্রদান করলে Profile locked থাকায় Public post পর্যালোচনা করা সম্ভব হয়নি। ৭। ফেসবুক পেজ "Young World Leaders For Humanity যার (User ID: 287326911646408) হতে আলামত স্ক্রিনশটের ১২, ১৮, ২০, পাতা সদৃশ পোষ্ট, ১১ নং পাতায় উলিস্নখিত লেখা সদৃশ এবং ০৮ নং ও ০৯ নং পাতার আংশিক তথ্য সদৃশ পোস্ট করার তথ্য পাওয়া গেছে। তাছাড়াও একাধিক নাম, পদবি সম্বলিত বিভিন্ন সদনপত্রের ছবি এবং বিভিন্ন বক্তব্য পোস্ট করার তথ্য পাওয়া গেছে। ৮। টুইটার আইডি "Ishrat R Eshita" URL No: https://twitter.com/r_ishrat এর Public post পর্যালোচনাকালৈ বিভিন্ন নাম, পদবী সম্বলিত সদনপত্র, পদক, বক্তব্য, ভিজিটিং কার্ডের ছবি পোস্ট করার তথ্য পাওয়া গেছে। ৯। LinkedIn আইডি " Ishrat Rafique Eshita" যার URL No : https://www.linkedin.com/in/ ishrat-rafique-eshita - a05307114 এর Public post পর্যালোচনাকালে আসামী Ishrat Rafique Eshita নাম সম্বলিত সনদপত্র এবং বক্তব্য, পদকের ছবি পোস্ট করার তথ্য পাওয়া গেছে। ১০। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ইমেইল আইডি "ishrateshita@gmail.com" এর Password সরবরাহ না করায় উক্ত ইমেইল আইডিতে Login ও Analysis করা যায়নি। ১১। ইমেইল আইডি adinar803@gmail.com-তে Login করে Inbox এ স্ক্রিনশটের ১১, ১২, ১৫, ১৮, ২০, ২১, ২৩, ২৫, ২৬, ২৯ নং পাতা সদৃশ ছবি সহ বিভিন্ন নাম, পদবি সম্বলিত সনদপত্র এবং Md. Sahidul Islam Dinar এর জাতীয় পরিচয় পত্রের ছবি এবং ভিজিটিং কার্ডের ছবি পাওয়া গেছে । ১২। ইমেইল আইডি "cheguevarachedinar@gmail.com"-তে Login করে Inbox এ স্ক্রিনশটের ১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩ এবং ১৬ নং পাতা সদৃশ ছবি সহ বিভিন্ন নাম, পদবি সম্বলিত সনদপত্র পাওয়া গেছে। ১৩। পরীক্ষাকালে পরীক্ষাকালে আলামত নং-০১, SYMPHONY V100 (IMEI NO: 359005071340042, 359005071340059 মোবাইল ফোনে ইমেইল আইডি " ishrateshita@gmail.com ব্যবহার করার তথ্য পাওয়া গেছে। ১৪। পরীক্ষাকালে আলামত নং-০২, DELL ল্যাপটপে সংযুক্ত SAMSUNG SATA 1000 এই "Ishrat Eeshita" (User ID: 100009730263777), ফেসবুক পেজ "Dr. Ishrat Rafique Eshita" (User ID: 117668946734137), ফেসবুক আইডি "Md Sahidul Islam Dinar" (User ID: 100009 -408548439), ফেইজবুক পেজ (95 "Young World Leaders For Humanity" (User ID: 287326911646408), "Ishrat R. Eshita (URL No: https://twitter.com/r_ishrat), LinkedIn "Ishrat Rafique Eshita" (in / ishrat-rafique-eshita-a05307114), ইমেইল আইডি "ishrateshita@gmail.com এবং (জ) ইমেইল আইডি adinar 803@gmail.com ব্যবহার করার তথ্য পাওয়া গেছে। ১৫। ইমেইল আইডি "cheguevarachedinar@gmail.com" গৃহীত আলামতে ব্যবহার করার তথ্য পাওয়া যায়নি ১৬। IPC.Phil.com Website টি সংক্রান্তে চাহিত বিষয়গুলো অত্র ল্যাব সংশিস্নষ্ট নয় বিধায় এ বিষয়ে মতামত প্রদান করা গেলনা । সংযুক্তিঃ ১। আলামত নং-০১, SYMPHONY V100 মোবাইল ফোনের Forensic report ০৩ এবং ১৪ পাতা ২। আলামত নং-০৩, DELL ল্যাপটপে সংযুক্ত SAMSUNG SATA 1000 GB এই হার্ডডিস্কের Forensic report ৩৭ পাতা ৩। ফেসবুক স্ক্রিনশট ৪৫ পাতা ৫। ইমেইল আইডি "cheguevarachedinar@ gmail.com" এর স্ক্রিনশট ১৯ পাতা। ৬। ইমেইল আইডি "adinar 803@gmail.com" এর স্ক্রিনশট ২৭ পাতা

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		৭। LinkedIn আইডি "Ishrat Rafique Eshita" এর স্ক্রিনশট ১২ পাতা । ৮। টুইটার আইডি "Ishrat R. Eshita" ১৪ পাতা ৯। একটি স্বাক্ষরিত Verbatim DVD-R 4.7 GB এই ডিভিডি। বিনীত স্বা/-অস্পষ্ট তাং-১৯/০৪/২২ খ্রিঃ দেবপ্রিয় পন্ডিত বিপি-৮৬১৪১৭০৪৬৮ উপ-পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ) আইটি ফরেনসিক শাখা, ফরেনসিক বিভাগ বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি, ঢাকা মোবাঃ ০১৭৩৩৫৭১৬১৮
	সাইবার ট্রাইবুন্যাল, ঢাকা সাইবার ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ২৭০/২৩ দেখিলাম স্বা/- অস্পষ্ট অতিঃ চিফমেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ঢাকা।	**ফরেনসিক ল্যাবরেটরি (ঢাকা)** বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি, মালিবাগ, ঢাকা Phone: +88 02 44070052. Mobile: +88 01320010132. E- mail: addlsp. forensic.cid@police.gov.bd স্মারক নং-ফরেনসিক ল্যাবরেটরি (ঢাকা)/আঃ শাঃ/পিজি-১-০৯৭৯- ২০২২/৬২৫২/২০২২ তারিখ-২৭/১২/২০২২ খ্রিঃ। সূত্রঃ শাহআলী থানার (ডিএমপি) মামলা নং-৫ তারিখ-০২-০৮-২০২১ খ্রিঃ, ধারা- ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ২৩/২৪/৩৫। মামলাটি মঈনুল হোসেন, উপ- পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ), বিপি-৮৫১৪১৭২৭৫১, র‍্যাব-৪, মিরপুর-১, ঢাকা'র নিকট হতে আলোকচিত্র শাখায় ২৩-১১-২০২২ খ্রিঃ তারিখে গৃহীত হয় এবং উক্ত তারিখে পরীক্ষান্তে মতামত প্রদানের নিমিত্তে আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী দায়িত্ব প্রাপ্ত হই যার পিজি মামলা নং-১-০৯৭৯-২০২২। **গৃহীত আলামতের বর্ণনা ঃ-** ১। অভিযুক্ত ইশরাত রফিক ইশিতা ও শহিদুল ইসলাম দিনার দ্বয়ের ০২+০২=০৪ (চার) কপি স্বাক্ষরিত নমুনা ছবি। ২। আইটি ফরেনসিক, সিআইডি হতে প্রাপ্ত হার্ডকপি ১৭ (সতের) পাতা ও ১০ (দশ) পাতা যা অত্র মামলার আলামত। **চাহিত বিষয় :-** অভিযুক্ত ইশরাত রফিক ইশিতার নমুনা ছবির সাথে আলামত তথা হার্ডকপি ১৭ (সতের) পাতায় থাকা নারীর ছবির এবং অভিযুক্ত শহিদুল ইসলাম দিনারের নমুনা ছবির সাথে আলামত তথা হার্ডকপি ১০ (দশ) পাতায় থাকা পুরুষের ছবির মিল আছে কিনা ? **পরীক্ষা কার্যক্রম :-** অভিযুক্ত ইশরাত রফিক ইশিতা এবং শহিদুল ইসলাম দিনার দ্বয়ের ০১+০১=০২ কপি নমুনা ছবি ক এবং খ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, অতঃপর স্ক্যান, মুখমন্ডল ক্রপ ও প্রিন্ট করে ক-১ এবং খ-১ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। ল্যাবে আলামত তথা হার্ডকপি ১৭ ও ১০ পাতা হতে প্রাথমিকভাবে নমুনা ছবির সাথে সদৃশ ও পরীক্ষা/তুলনাযোগ্য নারীর ০৬টি এবং পুরুষের ০৬ টি মুখমন্ডল স্ক্যান, ক্রপ ও প্রিন্ট করে যথাক্রমে গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ এবং ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ দ্বারা চিহ্নিত করাহয়। অভিযুক্তের ক-১ চিহ্নিত নমুনা ছবির সাথে গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ এবং খ-১ চিহ্নিত নমুনা ছবির সাথে ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ চিহ্নিত ছবি পাশাপাশি রেখে (হার্ড ও সফট কপি) ল্যাবে রক্ষিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ বিশেস্নষণ ২০১ও পরস্পর তুলনা করা হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তুলনাকালে অভিযুক্ত ইশরাত রফিক ইশিতা ও শহিদুল ইসলাম দিনার দ্বয়ের নমুনা ছবির সাথে আলামতে থাকা নারী ও পুরুষের ছবির মুখমন্ডলের বৈশিষ্ট্যসমূহের (Landmarks) তথা কপাল, ভ্রূ অক্ষিকোটর, নাক, ঠোঁট, চোয়াল ও থুতনির মিল (Match) পাওয়া যায় । মতামত :- অভিযুক্ত ইশরাত রফিক ইশিতার নমুনা ছবির সাথে আলামত তথা হার্ডকপি ১৭ (সতের) পাতায় থাকা নারীর ছবির এবং অভিযুক্ত শহিদুল ইসলাম দিনারের নমুনা ছবির সাথে আলামত তথা হার্ডকপি ১০ (দশ) পাতায় থাকা পুরুষের ছবির মুখমন্ডলের বৈশিষ্ট্যসমূহের (Landmarks) মিল (Match) আছে। স্বা/-অস্পষ্ট তাং- ২৭/১২/২২ (এ, কে, নাজমুল হোসেন) বিপি-৬৮৯৫০১০৫৪০ উপ-পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ) ও আলোকচিত্র বিশারদ বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি, ঢাকা। সেলফোন নং-০১৭১৩-০০০০৫৩।
		গরুত্বপূর্ণ বিধায় ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬৫(গ) এর আওতায় দাখিলকৃত অব্যহতি দরখাস্ত নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ মোকামঃ বিজ্ঞ সাইবার ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা সূত্র: দায়রা মামলা নং-২৭০/২৩ উদ্ভব: শাহআলী থানার মামলা নং-৫(৮) ২০২১ ধারা: ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৩/২৪/৩৫ ধারা রাষ্ট্র--- -- বাদী । -বনাম- ইশরাত রফিক @ ঈশিতা---আসামী বিষয়ঃ ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬৫(সি) ধারার বিধান মোতাবেক আসামীর অব্যাহতি এর আবেদন। দরখাস্তকারী আসামীর পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে, ১। বাদী এজাহারকারী গত ০১/০৮/২০২৩ ইং তারিখ শাহআলী থানায় এই মর্মে এজাহার দায়ের করেন যে, "মিরপুর-১ গোল চত্তরের উত্তর পার্শ্বে মুক্ত বাংলা

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

মার্কেট এর (দক্ষিণ পার্শ্বে) সামনে ফুটওভার ব্রীজের নিচে পাকা রাস্তার উপর পৌছাইলে র‍্যাব সদস্যদের উপস্থিতি টের পাইয়া মাদক ব্যবসায়ী দলের সক্রিয় সদস্যরা কৌশলে পালানোর চেষ্টাকালে উপরোক্ত আসামীদ্বয়তে সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সদের সহায়তায় হাতে নাতে আটক করিতে সক্ষম হই। অতঃপর জিজ্ঞাসাবাদে তাহারা উপরোক্ত নাম, ঠিকানা প্রকাশ করে এবং নিজেদেরকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল এবং বিগ্রেডিয়ার জেনারেল পরিচয় দেয়।"

২। উপরোক্ত এজাহারকারীর লিখিত কথাগুলির আলোকে ইহা প্রতিয়মান হয় যে, এজাহারকারীর সাথে আসামী ইশরাত রফিক ঈশিতার পূর্ব পরিচিত ছিলো। তাহাকে সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন করা ও মিথ্যা মামলায় জড়ানোর জন্য মাদক ব্যবসায়ী দলের সক্রিয় সদস্য বলিয়া প্রথমেই উলেস্নখ্য করিয়াছেন। কারণ এই এজাহারকারী তাহার নিকট থেকে মাদকদ্রব্য উদ্ধারের পূর্বেই আসামীকে মাদকদদ্রব্য ব্যবসায়ী বলিয়া উলেস্নখ করিয়াছেন। উপরোক্ত এজাহারের বর্ননা অনুসারে বাংলাদেশ সোনাবাহিনীর মেজর জেনারেল ও বিগ্রেডিয়ার জেনারেল পরিচয় দেয়, যেহেতু ২ জন আসামী কথাগুলি কে বলিয়াছে তাহা সুস্পষ্টভাবে উলেস্নখ না থাকায় সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, ১নং আসামীর বিরম্নদ্ধে মিথ্যা মিথ্যিভাবে এজাহার দায়ের করিয়াছেন সুতরাং আসামী অত্র মামলার দায় থেকে অব্যহতি পাওয়ার হকদার বটে

৩। আসামী কথিত ঘটনার সহিত জড়িত নয়। আসামী সম্পূর্ন নির্দোষ, ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তাহাকে ফাসানোর জন্য অত্র মোকদ্দমাটি দায়ের করা হয়েছে বিধায় সে মামলার দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়ার হকদার বটে।

৪। আসামীর বিরম্নদ্ধে ০১/০৮/২০২১ ইং তারিখে কথিত ঘটনাস্থল দেখিয়ে অত্র মোকদ্দমাটি দায়ের করা হলেও প্রকৃত ভাবে র‍্যাব-১ তাহাকে ২৮/০৭/২০২১ ইং তারিখে মজুমদার গ্রীন গার্ডেন, উত্তর ইব্রাহিমপুর মিরপুর-১৪ নিজ বাসা থেকে ফ্লুয়াটের প্রতিবেশী সহ শতশত এলাকা বাসীর সামনে থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। সুতরাং আসামী অত্র মিথ্যা মামলার দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়ার হকদার বটে।

৫। যেহেতু ২৮/০৭/২০২১ ইং তারিখ র‍্যাব-১ আলাপ করিবার কথা বলে আসামীর বাসা থেকে নিয়ে যেয়ে ৫ দিন অজ্ঞাতনামা স্থানে রেখে অমানুষিক নির্যাতন করে ০২/০৮/২০২১ ইং তারিখে একই ঘটনাস্থল দেখিয়ে এজাহারকারী ৩টি মোকদ্দমা দায়ের করেন এ থেকে প্রতিয়মান হয় যে, পূর্ব শত্রম্নতা বশত পরিকল্পিতভাবে একজন তরম্ননী মেধাবী ডাক্তারের ভবিষ্যতৎ জীবন নষ্ট করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য এ মিথ্যা মামলাটি দায়ের করেন বিধায় এ মামলার দায় থেকে আসামী অব্যাহতি পাইতে পারেন ।

৬। যেহেতু অত্র মামলার ইশরাত রফিক @ ঈশিতা ১ নং আসামী অপর ২টি মামলায় শাহআলী থানার মামলা নং-৩(৮)২১ এবং শাহ আলী থানার মামলা নং- ৪(৮)২১ এ ২ নং আসামী হিসাবে ৩টি মামলা একই ঘটনাস্থল উলেস্নখ করিয়া মামলার এজাহারকারী জনাব মোঃ আমীর আলী (ডিএডি) মামলা দায়ের করেছিলেন বটে, কিন্তু শাহ আলী থানার মামলা নং-৩(৮)২১ নং মোকদ্দমায় বিগত ২২/০৮/২০২৩ ইং তারিখে জবানবন্দী দেওয়ার সময় বিজ্ঞ দ্রম্নত বিচার ট্রাইব্যুনাল- ২, ঢাকাতে জনাব এম.আলী আহমেদ মহোদয়ের আদালতে জেরাতে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেছেন কিনা মনে নাই বলে অস্বীকার করেছেন। জবানবন্দীর সই মহুরী নকল ফিরিস্তি যোগে সংযুক্ত করা আছে।

৭। যেহেতু অত্র মামলাটি এজাহারকারী অজ্ঞাত উর্ধ্বতন অফিসারদের নির্দেশে মিথ্যা-মিথ্যিভাবে দায়ের করিয়া ষড়যন্ত্রমূলকভাবে হেনস্তা করিবার অভিপ্রায়ে দায়ের করিয়াছেন এবং অত্র মামলার ২ নং আসামী মৃত্যুবরন করিয়াছে। সেহেতু এই মামলার দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়ার হকদার বটে।

৮। যেহেতু জব্দ তালিকায় বর্ণিত ২২ থেকে ৩৩ নং আলামত হিসাবে লিখিত মালামাল গুলি তাহার হাত থেকে উদ্ধার হইয়াছে কি না তাহার প্রিংঙ্গার প্রিন্ট এক্সক্সপার্ট এর কপি অভিযোগ পত্রের সহিত জমা দেওয়া না থাকায় ইহা প্রতিয়মান হয় যে অন্যত্র হইতে এ সকল মালামাল সংগ্রহ করিয়া এজাহারকারী অত্র মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন, যাহা হইতে একজন মুসলিম পরিবারের পর্দানশীল মহিলা পেশায় একজন মেধাবী এম, বিবিএস ডাক্তার তাহাকে জোরপূর্বক সেনাবাহিনীর পোশাক পরিহিত করিয়া টেলিভিশনে প্রচার করায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া প্রতিয়মান হয়। সেহেতু আসামী খালাস পাওয়ার হকদার বটে

৯। যেহেতু ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনটির বিরম্নদ্ধে সাংবাদিক, জনগন ও মানবাধিকার সংস্থাগুলো প্রতিবাদ করায় সংসদে অত্র আইনটি বাতিল করিয়া সাইবার সিকুরিটি এ্যাক্ট নতুনভাবে তৈরী করিয়াছেন, সেহেতু ডিজিটাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট এর অত্র মামলা থেকে আসামী অব্যাহতি পাইতে পারেন ।

১০। অত্র মামলার ২ নং আসামী ও অপর ২টি মামলার ১নং আসামী শহিদুল মৃত্যুবরন করায় আসামী ইশরাত রফিক (২) ঈশিতা খালাস পাওয়ার হকদার।

১১। শুনানীকালে অন্যান্য বক্তব্য উপস্থাপন করা হইবে ।

অতএবং বিনীত প্রার্থনা উপরোক্ত কারণ ও ঘটনাধীনে আসামীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬৫ (সি) ধারা মোতাবেক অব্যহতি দিয়া সুবিচার করিতে বিজ্ঞ হুজুর আদালতের সদয় মর্জি হয় ।

এবং

আপনার এরূপ সদাশয় আদেশের জন্য দরখাস্তকারী আসামী অত্র বিজ্ঞ আদালতের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

অভিযোগ

সাইবার ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা ।

সাইবার ট্রাইব্যুনাল মামলা নম্বর ২৭০/২০২৩

আমি এ. এম. জুলফিকার হায়াত, বিচারক, সাইবার ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা, আপনি আসামী ইশরাত রফিক @ ঈশিতা এর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করছি যে, আপনি আসামী ইশরাত রফিক @ ঈশিতা নিজের পরিচয় গোপন রেখে ছদ্মবেশ ধারণ পূর্বক ডিজিটাল ডিভাইস ও মাধ্যম ব্যবহার করে ভূয়া সনদপত্র, পদক ও ডকুমেন্ট তৈরি করে প্রতারনার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন। এতে আসামী ইশরাত রফিক @ ঈশিতা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ২৪(২) ধারার অপরাধ সংঘটন করেছেন, যা এ

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

ট্রাইব্যুনালে বিচার্য ।

এতদ্বারা আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে, এ অভিযোগে অত্র ট্রাইব্যুনালে আপনার বিচার অনুষ্ঠিত হবে। গঠিত অভিযোগ উপস্থিত আসামী-কে পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শুনানো হলে তিনি নিজের দোষ স্বীকার করেন।

তারিখঃ ২০/০৯/২০২৩ খ্রিঃ

স্বা/-এ. এম. জুলফিকার হায়াত
(এ. এম. জুলফিকার হায়াত)
বিচারক
সাইবার ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।

বাংলাদেশ ফরম নং ৩৮৫৭
হাইকোর্ট ক্রিমিনাল ফরম নং (এম) ৮৩-বি
জবানবন্দি লিখিবার ধারা আসামীর দোষ স্বীকার

মোকামঃ-সাইবার ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।

সাইবার ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-২৭০/২০২৩।

আন্দাজী বয়স্ক 'র জবাবন্দি সন ১৮৭৩ খৃস্টাব্দের ১০ আইনের বিধান মত শপথ বা প্রতিক্ষা পূর্বক আমি 'র সমক্ষে অদ্য সন ২০ সালের মাসের তারিখে গৃহীত হইল।

আমার নাম- ইশরাত রফিক (২) ঈশিতা

আমি আমার দোষ স্বীকার করছি। আমি ভুল করছি। আমি অনুতপ্ত। সাক্ষীকে পড়ে ও ব্যাখ্যা করে শুনানো হলো।

স্বা/- ডাঃ ইশরাত রফিক ইশিতা

স্বা/- এ. এম জুলফিকার হায়াত
তাং ২০/০৯/২০২৩
বিচারক
সাইবার ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।

আদেশ নামা।

জেলা- ঢাকা।
মোকাম- সাইবার ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা ।
উপস্থিতঃ-জনাব এ. এম. জুলফিকার হায়াত
বিচারক
সাইবার ট্রাইব্যুনাল
ঢাকা।

সাইবার ট্রাইব্যুনাল নং-২৭০/২০২৩।
উদ্ভবঃ শাহআলী থানার মামলা নং-০৫(০৮) ২১।
ধারাঃ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ২৩(২)/২৪(২)/৩৫ ধারা । রাষ্ট্র------বনাম-- -ইশরাত রফিক @ ঈশিতা-- -আসামী।
আদেশ নং-০৩, আদেশের তাং-২০/০৯/২৩।
অদ্য মামলার চার্জ বিষয়ে শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। মামলার একমাত্র আসামী ইশরাত রফিক @ ঈশিতা হাজিরা দাখিল করেন এবং ফৌঃ কাঃ বিঃ ২৬৫(সি) ধারার আবেদন করেন। রাষ্ট্র পক্ষে বিজ্ঞ পি.পি. হাজির আছেন । নথি পেশ করা হল ।

দেখলাম। মামলাটি অভিযোগ গঠন বিষয়ে শুনানীর জন্য নেয়া হলো। উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে এজাহার, অভিযোগপত্র, কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর ১৮৯৮ এর ১৬১ ধারার জবানবন্দী ও ২৬৫সি ধারার আবেদনসমেত নথি পর্যালোচনা করলাম। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামী ইশরাত রফিক @ ঈশিতা নিজের পরিচয় গোপন রেখে ছদ্মবেশ ধারণ পূর্বক ডিজিটাল ডিভাইস ও মাধ্যম ব্যবহার করে ভূয়া সনদপত্র, পদক ও ডকুমেন্ট তৈরি করে ব্যবহার করেছেন। এতে আসামী ইশরাত রফিক @ ঈশিতা এর বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ২৪(২) ধারায় অভিযোগ গঠনের উপাদান বিদ্যমান আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। ফলে আসামীপক্ষে দাখিলীয় কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর, ১৮৯৮ এর ২৬৫সি ধারার আবেদন না-মঞ্জুর করা হলো। আসামী ইশরাত রফিক ও ঈশিতা এর বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ২৪(২) ধারায় অভিযোগ গঠন করা হলো। গঠিত অভিযোগ উপস্থিত আসামীকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শুনানো হলে তিনি নিজের দোষ স্বীকার করেন। আসামী ইশরাত রফিক @ ঈশিতা এর দোষস্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করা হলো। আসামীর দোষ স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে আসামী ইশরাত রফিক (২) ঈশিতা-কে কেন সাজা প্রদান করা হবে না তার কারণ দর্শানোর জন্য বলা হলে আসামী পুনরায় নিজের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ট্রাইব্যুনালের অনুকম্পা কামনা করেন। আসামীর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি অপরাধের জন্য অনুতপ্ত ও ভবিষ্যতে আর অপরাধ করবে না মর্মে অঙ্গীকার করেন।

ডকে উপস্থিত আসামীর বয়স ৩৩ বছর এবং আসামী পেশার একজন ডাক্তার এবং যেহেতু আসামী দোষ স্বীকার করেছেন,

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

সেহেতু আসামী ইশরাত রফিক @ ঈশিতা-কে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ২৪(২) ধারায় দোষী সাব্যস্থ করে ০১(এক) বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হলে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামী ইশরাত রফিক? ঈশিতা বিগত ০৯/০৮/২০২১ খ্রিঃ হতে ২৭/০৯/২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত অত্র মামলার কারণে হাজতবাস করেছেন। উক্ত হাজতবাস কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর এর ৩৫এ ধারার বিধান অনুসারে সাজার মেয়াদ হতে বাদ যাবে।

একই ঘটনায় অসামীর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬(১) এর টেবিল ১০(ক) ও ২৪(ক) ধারায় পৃথক অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

আসামী ইশরাত রফিক (২) ঈশিতা-কে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ২৪(২) ধারায় দোষী সাব্যস্থ করে ০১ (এক) বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হলো। আসামীগর হাজতবাস কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর, ১৮৯৮ এর ৩৫এ ধারার বিধান অনুসারে সাজার মেয়াদ থেকে বাদ যাবে। আসামী ইতোমধ্যে সাজা ভোগ করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। ফলে অন্য কোন মামলায় চাহিত না হলে আসামী ইশরাত রফিক @ ঈশিতা-কে অদ্য ট্রাইব্যুনাল হতে মুক্ত করা হোক।

যেহেতু, একই ঘটনায় আসামীর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ৩৬(১) এর টেবিল ১০ (ক) ও ২৪ (ক) ধারার পৃথক মামলা চলমান আছে।

সেহেতু আলামত সংক্রান্তে কোন ধরণের আদেশ প্রদান করা সমীচীন নয় মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো।

আমার কথিতমতে লিখিত।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় The Code of Criminal Procedure, 1898 এর ধারা ৪১২ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

412. *Notwithstanding anything hereinbefore contained where an accused person has pleaded guilty and has been convicted by [***] a Court of Sessions [or any Metropolitan Magistrate] or Magistrate of the first class on such plea, there shall be no appeal except as to the extent or legality of the sentence.*

উপরিল্লিখিত ধারা ৪১২ সহজ সরল পাঠে এটি স্পস্ট প্রতীয়মান যে, কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি তার দোষ স্বীকার করে এবং আদালত উক্ত দোষস্বীকারের ভিত্তিতে উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সাজা প্রদান করে থাকেন সেক্ষেত্রে আদালতের উপরিল্লিখিত দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী আপীল করার সুযোগ থাকবে না (কেবল মাত্র সাজার মেয়াদ বা আইনগত বৈধতা ছাড়া)।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় মোঃ রেজাকুল ইসলাম বনাম রাষ্ট্র (২০ ডিএলআর ৪৬১) মোকদ্দমায় অভিমত প্রদান করা হয়েছে যে,

"5. Another point urged on behalf of the petitioners is that in the present case trial was not held in the Court house but in thana premises and this caused miscarriage of justice and thus vitiated the trial. A Magistrate can in his discretion hold trial at any place other than the Court house but in that case, it is essential that he should pass a formal order declaring the place where the trial would be held. Unless a formal order is passed declaring that the trial is passed declaring

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		that the trial would be held in any specified place, the accused persons are likely to be prejudiced inasmuch as, in that case they are deprived of the opportunity of having recourse to higher authority of redress if they fell aggrieved by such order. In this connection, the case reported in AIR 1940 (Rangoon) 72 may be referred to. *6. Section 412 of the Criminal Procedure code is a bar to an appeal where the accused person has pleaded guilty except as to the extent or legallity of the sentence. The question that arises is whether the bar is absolute or whether a court of appeal or the High Court in exercise of its revisional power can go into the question of legality of conviction. so far as the Court of appeal is concerned, section 412 makes it manifestly clear that there shall be no appeal except as regards the extent or legality of the sentence, or in other words, there can be no appeal against the conviction. The powers of the High Court are, however, wide enough to consider the legality of the conviction as well while exercising its revisional jurisdiction under sec. 439 Cr. P.C. this is clear from the very language of section 412 which lays down in an unambiguous language that there shall be no appeal except as to the extent or legality of the sentence. The section does not restrict the powers of the High Court to consider the legality of the conviction in exercise of its revisional power. This view is supported by the case of Krishna Chandra Singha Vs. Emperor (1) in which it was held that where is a particular case the powers of an appealate Court are restricted by section 412 the powers of the High court in revision are not similarly restricted. The powers of the High Court in dealing with the revision application are as ample as if an appeal on the merits has been entortainable by the Sessions Judge and had been dismissed. It was held in the case of emperor Vs. Nana Shahhu Sonavan and another (1) that an accused person who pleads guilty before a Magistrate and is convicted can*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		contend in his application for revision that his conviction is illegal. *7. Another argument advanced is that in these cases the petitioners denied having pleaded guilty and that provision of section 243 of the Criminal Procedure Code has not been complied with. That section provides 'Inter alia' that if the accused admits that he as committed the offence of which he is an accused, his admission shall be recorded as nearly as possible in the words used by him. It has been submitted that the alleged admissions of the petitioners were not recorded as nearly as possible in their language. The record shows that a large number of accused persons, 144 in all, were put on their trial before the learned Magistrate and the accusations read out to the petitioners and the answers given by them appeared in carbon copy. It is understanable that the accusations were exactly the same in each case, but it is difficult to see how the answer would be in uniform and identical language. It appears that every accused stated "guilty, plead pardon" which mean "I am guilty, I plead for pardon." considering that the trial was held by the Magistrate in the thana premises, where all the accused appear to have been rounded up and a draft not only of the accusations but also of answers of the individual accused was made and this was copied with the use of carbon paper. This lands oredence to the contention of the petitioners that they did not actually plead guilty but were asked to sign the papers which they had to do in the thana premises in what may be termed a mass trial. In this connection reference may be made to the case of* ***Habibut Rahman Serang and others Vs. The State (2) where it was held that a conviolation without taking of any evidence purporting to be based on a plea of guilty cannot be sustained when the accused denined having pleaded guilty and the said plea is not found recorded in***

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

accordance with the provisions of section 243 of the Code of Criminal Procedure which provides for recording of the admission of the accused as nearly as possible in the words of the accused. *This is a salutory provision of enable not only the trying Court but also the superior Court to know that the accused actually guilty to the offence charged.* ***In the instant case, the provisions of section 243 was not complied with and for this reason also the conviction of the petitioners is unsustainable."***

উপরিল্লিখিত ধারা ৪১২ এবং রায় পর্যালোচনায় এটি স্পষ্ট যে, কোন সাক্ষ্য গ্রহণ ছাড়া দোষ স্বীকারের ভিত্তিতে প্রদত্ত দন্ডাদেশ অবৈধ এবং এখতিয়ার বহির্ভূত হবে যদি পরবর্তীতে উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি তার কর্তৃক প্রদত্ত দোষ স্বীকার অস্বীকার করে এবং যদি দেখা যায় দোষ স্বীকারটি ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৩ ধারা মোতাবেক যথাযথভাবে গ্রহণ করা কিংবা লিপিবদ্ধ করা হয় নাই।

বর্তমান মোকদ্দমায় আপীলকারী ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬৫(গ) মোতাবেক দরখাস্ত দাখিল করে দরখাস্তে বর্ণিত কারনে অত্র মোকদ্দমার অভিযোগ হতে অব্যহতির প্রার্থনা করেছে স্বীকৃত। সেই তিনি কেন একই দিন অত্র মোকদ্দমার অভিযোগ তথা দোষ স্বীকার করবেন?

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় The Code of Criminal Procedure, 1898 এর ধারা ২৪৩ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

243. *If the accused admits that he has committed the offence [with which he is charged], his admission shall be recorded as nearly as possible in the words used by him; and, if he shows no sufficient cause why he should not be convicted, the Magistrate may convict him accordingly.*

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় Habibur Rahman Vs State [11 DLR (1959) 515] মামলার অভিমত নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		9. It is urged that the record "offence ex-plained. The accused pleads guilty" is no complaince at all with the requirements of this section. It is merely a record of the conclusion arrived at by the Magistrate of the alleged admission of the accused persons. *10. In support of this contention, the learned Advocate has relied on the decision in the case of Mukandi Lal Vs. State through Municipal Board (1) and the decision in the case of Ganesh Chandra Khan and sons V. The Corporation of Calcutta (2). In both these cases it was held that a conviction without the taking of any evidence and purporting to be based on a plea of guilty cannot be sustained when the accused denies having pleaded guilty and the said plea is not found recorded in accordance with the provisions of section 243 of the Code of Criminal Procedure.* *11. It seems to me that this contention must prevail in the case of the petitioners in Criminal Revision No. 596 of 1958. The provision in section 243 of the Code of Criminal Procedure for the recording of the admission of the accused as nearly as possible in the words of the accused is a salutary provision designed to enable not only the trying Court but also the suprior Court to know that the accused understood that he was really pleading guilty to the offence charged. In the facts of the present case, if it be true that accused petitioner No.2 in Criminal Revision No. 596 of 1958 was present in the Mobile Court merely as a person interested in watching the proccedings of the Court having no connection whatsoever with the launch which was allegd to have been overloaded it is difficult to appreciate how he could have pleaded guilty to any offence.* *12. Had the question actually put by the Magistrate been recorded together with the actual answer to the question in the words of the accused person, then this court would have been in a position to see what actually the Magistrate said and the accused answered. There could have been no serious*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

or unsurmountable difficulty in making a record of this kind even by a Mobile Court.

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় A. N. Bhuiyan & Anr. Vs. The State [40 DLR (AD) (1988) 401 মামলায় অভিমত নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

13. On the second point namely whether the requirements of section 243 of the Code of Criminal procedure was complied, I quote the said provision of section 243 of the Code of Criminal Procedure which is in the following language:-

> *"If the accused admits that he has committed the offence with which he is charged, his admission shall be recorded as nearly as possible in the words used by him; and, if he shows no sufficient cause why he should not be convicted, the Magistrate may convict him accordingly."*

In this connection Mr. Shah Mohammad Sharif referred to the recording of the plea of guilt by the learned Special Judge which is as follows:

> *"আসামী আলী নেওয়াজ ও আবুল ফয়েজ মিয়া আদালতে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বেচ্ছায় স্বীকার করেন ও আদালতের করুনা প্রার্থনা করেন।*
>
> *এক প্রশ্নের জবাবে আসামীরা বলেন যে তাহারা Family Welfare Center অর্থাৎ তৈরী করার জন্য ২,৮০,০০০/- গ্রহণ করেন ও ৯৩,৭১৪.৬৭ টাকা আত্মসাৎ করেন।*
>
> *(আমি জিজ্ঞাসাবাদে নিশ্চিত হই যে আসামীরা বুঝিয়া শুনিয়া ও সত্য প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদের দোষ স্বীকার করিযাছেন-আদালত কর্তৃক।)*
>
> *আসামী আলী নেওয়াজ জনান যে তিনি হাপানী রোগে আক্রান্ত এবং আবুল ফয়েজ জনান যে তিনি যক্ষা রোগে ভুগিতেছেন।"*

This shows that the learned Special Judge did not at all record the statements of the two accused either in their language or even as nearly as possible in the words used by them. On the contrary he has simply heard the two accused and made a note like a memorandum to the effect that the

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		two accused had pleaded guilty by saying that they had misappropriated and amount of Taka 93,714.67. This is a clear violation of the mandatory provision of section 243 of the code of Criminal Procedure. As to the contention of the learned Assistant Attorney-General namely that by aid of section 537 of the Code of Criminal Procedure this non-compliance can be condoned I may not that section 537 of the Code of Criminal Procedure can be taken aid of only if the violation or omission to follow legal procedure does not cause any injustice. In this case when the statements of the two accused in respect of their plea of guilt were not recorded at all there is no scope to assess what fact they actually stated and whether those fact constituted offence or not or what the offence was. In this connection Mr. Shah Mohammad Sharif referred to the decision reported in 22 D.L.R. 124 in which a Single Judge of this Court held that section 243 of the Code lays down that if the accused admits that he had committed the offence the Magistrate may convict him but the court has duty to see if the facts brought on record amounts to an offence under law and that in order to sustain a conviction on the plea of guit it must appear that the facts admitted by the accused constituted an offence under the law. *14. Mr. Shah Mohammad Sharif also referred to another decision reported in 22 D. L. R. 217 in which another single Judge of this Court held that the accused can be convicted on his pleading guilty but such conviction will not be proper without materials on record to support it.* *15. In the present case it can not be said that there was no material or evidence before the court besides the plea of guilt because the informant P.W. I had made elaborate statement regarding the entire prosecution case as was observed in the judgment of the trial court. But the fact remains that the mandatory requirements of section 243 of the Code of Criminal Procedure have been violated as the learned*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Special Judge did not at all record the individual statements of the two accused either in their language or in words as nearly as were expressed by them. This violation of a mandatory provision must be held to have prejudiced the accused-appellants and for that reason the violation can not be overlooked by aid of section 537 of the Code of Criminal Procedure. For the reasons stated above the conviction and sentence can not be sustained and the case should be sent back on remand to the learned Special Judge for retrial in accordance with law in the light of the observation made above. **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় Abdul Aziz Vs. The State [1986 BLD (AD)] মামলার অভিমত নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ** ***Shahabuddin Ahmed, J:-*** *In this appeal by special leave only question is whether the accused-appellant has been convicted on the basis of any legal evidence. He, along with six others, was tried in Spcial Case No. 42 of 1983 by the Special Judge, Additional court, Rajshahi, on different charges.He was convicted under sections 468 and 419, read with section 109, of the Penal Code and sentenced to rigorous imprisonment for four years and also to pay fine of Tk. 500/- under section 466 of the Penal code and no separate sentence was passed under section 419. On appeal, being Criminal Appeal No. 255 of 1983, his conviction under section 468 was set aside and that under section 419/109 was maintained by the High Court Division by an order dated 18 June 1984. By this order he was sentenced to rigorous imprisonment for two years and also to fine of TK. 500/- in default to rigorous imprisonment for three months more.* *2. Facts of the case, so far necessary for disposal of this appeal, are that eight applications purportedly on behalf of the teachers of some schools were filed before the Sub-Divisional Officer, Rajshahi Sadar, for allotment of Milk Powder for distribution among the poor students. In due*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		course these applications were allowed, allotment was made and the goods namely. Milk Powder were delivered by the Officer in-charge of the Godown (P.W.4) to the applicants, purportedly teachers of the schools concerned. Abdur Razzaque, a teacher of one of these schools, made an allegation in writing (Ext.6) before the District Anti-Corruption Officer to the effect that he did not nor anybody of his school filed any application for Milk Powder nor any Milk Powder was received by him or by anybody of his school for distribution among the students and that some persons in collusion with the dealing Assistants of the Relief Section of the S.D.O's Office got the allotment by forgery and false personation. Indue course, the Anti-Corruption investigated the case and prosecuted several persons including this appellant, who was one of the dealing Assistants in the Relief' Section, the learned special Judge, who tried the case, on consideration of the evidence of 18 witnesses and opinion of a Hand-writing Expert, P.W.17, convicted five persons including the appellant under various sections, such as 468, 471 and 419 read with either section 109 or 34 of the Penal Code and sentenced them each to rigorous imprisonment for four years and fine of Tk. 500/- All of them including this appellant appealed; their appeal was dismissed with certain modification and reduction of sentence. None of them except this appellant has challenged the High Court Division's order in appeal. *3. The specific allegation against, the appellant is that he abetted forgery and false personation by identifying co-accused Abdul Wahed as Abdur Razzaque, a teacher, whereas Abdur Razzaque, did neither file any application nor take delivery of any Milk Powder. He denied the charge and pleaded not guilty when the charge was read out to him.The learned Special Judge, however, convicted him on the basis of an endorsement. Ext. 3/2, in the margin of the application. Ext. 3. purportedly of the teacher Abdur*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Razzaque. this application was held to be a forged document on the evidence of a hand writing expert P.W. 17, and others, but on the basis of this application P.W.4 Officer in-charge of Godown delivered Powder Milk to accused Abdul Wahed Who personated himself as "Abdur Razzaque." The endorsement in the application is purportedly of the appellant. Khaliluddin, which is to the effect "the applicant (Abdur Razzaque) is personally known to me." It is on perusal of this endorsement that P.W.4 made delivery of the goods. The appellant denied that he made this endorsement. The application , Ext 3, was examinded by the expert P.W.17 but not the endorsement. Ext. 3/2, allegedly on the understanding that appellant Khaliluddin had admitted the endorsement by explaining that he endorsed it .in good faith and bonafide belief that he all along "knew accused Abdul Wahed as Abdur Razzaque". As it appears, this alleged explanation was given to the Anti-Corruption Officer, P. W. 10; but as admission to a Police Officer was hit by section 162 Cr. P. C. the learned Special Judge relied upon a suggestion given by the defence lawyer to the Anti-Corruption Officer, P. W. 10. The suggestion appears to be that accused Khaliluddin told him that he knew accused Abdul Wahed as Abdur Razzaque. On the basis of this suggestion the learned Special judge held that the endorsement Ext. 3/2 was made by accused Khaliluddin. Excepting this suggestion there is no evidence that the endorsement was in the hand-writing of the accused-appellant. Even P. W. 4, Officer-in-charge of the Godown, did not depose that he knew the hand-writing of accused-appellant Khaliluddin. But the learned Special judge came to the following conclusion. *"On behalf of the accused Khaliluddin suggestion has been given to P. W. 10, Ekramul Haque, Assistant Inspector, D. A. B. (informant) to the effect that Khaliluddin told him that he knew accused Abdul*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Wahed as Abdur Razzaque and identified him as such. But it has been denied by the P. W. 10. It means, according to the suggestion given by the defence the accused Khaliluddin idenfified Abdul Wahed as Abdur Razzaque as he knew him to be such. The suggestion given by the learned lawyer for the defence is highly improbable and I am of the view that the accused Khaliluddin identified the accused Abdul Wahed as Abdur Razzaque knowing it fully that he is not Abdur Razzaque." *4. Thus it appears that this defence suggestion has been taken as the sole basis for connecting the appellant with the impugned endorsement and for his conviction of forgery and false personation. In the existing scheme of criminal trials an accused can be convicted either on his pleading guilty to the charge when it is read over to him or on his confession recorded under section 164 Cr. P. C. or his extrajudicial confession if strongly corroborated. Suggestion made on behalf of an accused by his lawyer cannot be construed as admission of guilt by the accused for the simple reason that the defence may take whatever pleas he likes, including inconsistent pleas, such as an accused. When charged with an offence, may take the plea of alibi that at the time of commission of the offence he was not present in the locality and at the same time he may take the plea of private defence either of life or of property. The simple reason for allowing such contrary pleas is that the accused is not required by law to prove his innocence, but it is entirel for the prosecution to prove his guilt, failing which the accused shall be qcquitted. In the instant case, when it was the prosecution case that the appeallant clerk had falsely identified the co-accused. Abdul Wahed "as Abdur Razzaque: by making the impugned endorsement it was for the prosecution to prove this allegation by adducing positive evidence, such as, by comparison of the impugned writing by an expert, as well as*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		by those, who know the hand-writing of the accused etc. Even if the accused had admitted before the police that the endorsement was his, but since he has denied it in Court, the burden of proof lay upon the prosecution alone. *5. As to the High Court Division's finding to this effect, it is clearly based on misreading of evidence and utter non-application of judicial mind. The learned Single Judge was under the impression that the endorsement, Ext. 3/2, was examined by the expert P. W. 17, and that according to his opinion, the endorsement was in the hand-writing of the accused. But P. W. 17 deposed that he did not make any comparison or give any such opinion, and in fact this Ext. 3/2 was not forwarded to the expert at all. The learned Single Judge is found to have confused the writing Ext. 3/2, with many other impugned writings and documents relating to the other accused persons sent to the Hand-writing Expert. In the result, conviction of the appellant is found to have been based on no legal evidence and as such he is entitled to acquittal. The appeal is allowed. The order of conviction and sentence of the appellant is set aside and he is acquitted of the charge.* *আপীলকারী ডাক্তার ইশরাত রফিক ওরফে ঈশিতা এর উপরিল্লিখিত দোষস্বীকার উপরিল্লিখিত সিদ্ধান্ত এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ২৪৩ এর পরিপন্থীভাবে গৃহীত হয়েছে প্রমাণিত। ফলে আপীলকারী অত্র আপীলটি করার হকদার।* *বিগত ইংরেজী ২৮.০৭.২০২১ তারিখে ডাক্তার ইশরাত রফিক ঈশিতাকে মজুমদার গ্রীন গার্ডেন, উত্তর ইব্রাহিমপুর মিরপুর-১৪ নিজ বাসা থেকে র‍্যাব-১ এর কর্মকর্তাগণ কর্তৃক আলাপ আছে বলে প্রতিবেশীসহ এলাকাবাসীর সামনে গ্রেফতার করা হয় স্বীকৃত।* *গ্রেফতারের পর ৪ দিন অজ্ঞাতনামা স্থানে বেআইনী ভাবে আটক রেখে বিগত ইংরেজী ০১.০৮.২০২১ তারিখ সকাল ৯.৩৫ ঘটিকায় ঘটনার*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তারিখ ও সময় দেখিয়ে বিগত ইংরেজী ০২.০৮.২০২১ তারিখ সময় সকাল ৯.১৫ মামলা দায়েরের তারিখ ও সময় দেখিয়ে অত্র মোকদ্দমাটি দায়ের বেআইনী ও এখতিয়ারবিহীন, আইনের সকল বিধি-বিধানের পরিপন্থী এবং সংবিধান পরিপন্থী। *একই ঘটনাস্থল দেখিয়ে এজাহারকারী কর্তৃক তিনটি পৃথক মোকদ্দমা দায়ের এবং উক্ত কথিত ঘটনাস্থল হতে তাকে পূনরায় গ্রেফতার দেখানো এজাহারকারীসহ এতদঘটনার সহিত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিগণের বেআইনী ও এখতিয়ারবিহীন, আইনের সকল বিধি-বিধানের পরিপন্থী এবং সংবিধান পরিপন্থী কর্ম।* *জব্দতালিকায় বর্ণিত ২২ থেকে ৩৩ নং কলামে বর্ণিত আলামতসমূহ অত্র আপীলকারী ডাক্তার ঈশিতার নিকট হতে উদ্ধার হয়েছে কিনা তৎমর্মে ফিঙ্গার প্রিন্ট এক্সপার্ট এর কপি অভিযোগ পত্রের সাথে দাখিল না করায় এটি প্রমাণিত যে, উপরে বর্ণিত জব্দতালিকার আলামতসমূহ কাল্পনিক।* *এছাড়াও প্রায় ৫ লিটার মদের বোতল নিয়ে ডাক্তার ইশরাত রফিক ওরফে ঈশিতা সকাল ৯.৩০ ঘটিকার সময় ঢাকা মহানগরস্থ শাহআলী থানাধীন মিরপুর-১ গোলচত্বরের উত্তর পাশে মুক্তবাংলা মার্কেটের দক্ষিণ পাশে ফুট ওভার ব্রীজের নিচে পাকা রাস্তার উপর দাড়িয়ে থাকা সংক্রান্তে জব্দ তালিকাটি, এ.এস.আই মঈনুল হোসেন এর অবাস্তব এবং অসৎ উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত জব্দতালিকা প্রমাণিত।* **এজাহারকারী, আসামী ডাক্তার ইশরাত রফিক ঈশিতার পূর্ব পরিচিত ছিলো। তাহাকে সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন করা ও মিথ্যা মামলায় জড়ানোর জন্য মাদক ব্যবসায়ী দলের সক্রিয় সদস্য বলে প্রথমেই এজাহারে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কিভাবে তিনি জানলেন ডাঃ ঈশিতা একজন মাদক ব্যবসায়ী দলের সক্রীয় সদস্য, তৎমর্মে কোন ব্যাখ্যা এবং বক্তব্য তার এজাহারে নেই।** সার্বিক পর্যালোচনায় এটি স্পষ্ট প্রতিয়মান যে, এজাহারকারী নিজের অসৎ উদ্দেশ্যে এবং অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রসিকিউশন পক্ষের সকল সাক্ষীদের সহযোগীতায় মিথ্যাভাবে অত্র আপীলকারীকে অত্র মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত করে অত্র মোকদ্দমাটি দায়ের করেছে। অত্র আপীলটি মঞ্জুরযোগ্য

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র আপীলটি মঞ্জুর করা হলো। আদেশ হয় যে, বিজ্ঞ সাইবার ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা কর্তৃক সাইবার ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-২৭০/২০২৩-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২০.০৯.২০২৩ তারিখের প্রদত্ত রায় ও আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হল । অত্র আপীলকারী ইশরাত রফিক ওরফে ঈশিতা-কে অত্র মোকদ্দমার অভিযোগ প্রসিকিউশনপক্ষ প্রমান করতে সম্পুর্ণরূপে ব্যর্থ হওয়ায় অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি পূর্বক তাকে বেকসুর খালাস প্রদান করা হলো। আপীলকারী ও তার জামিনদারকে জামিননামার দায় হতে অব্যহতি প্রদান করা হলো। আরও আদেশ হয় যে, অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির পরবর্তী ৩(তিন) মাসের মধ্যে আপীলকারীর বিরুদ্ধে অত্র মিথ্যা মোকদ্দমা দায়েরের কারণে এজাহারকারীসহ সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্টতা তদন্ত পূর্বক উদঘাটন করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অত্র আদালতকে অবহিত করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ প্রদান করা হলো। আপীলকারীকে বিনা খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান করার জন্য অত্র মোকদ্দমায় আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট শেখ কানিজ ফাতেমা সংগে এ্যাডভোকেট মোঃ নাজমুল ইসলামকে ধন্যবাদ প্রদান করা হলো। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ